ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৩ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA




Please visit : www.jagarantripura.com

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarantripura.com/epaper

JAGARAN ■ 18 December 2016 ■ আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ইং ■ ২ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ২.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## বঞ্চনা ও দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলল রেগা কর্মচারী সমিতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** বঞ্চনা, সাথে দুর্নীতি। বামফ্রন্ট সরকারকে কাঠগড়ায় তুলল বামপন্থী সংগঠন রেগা কর্মচারী সমন্বয় সমিতি। নিয়মিতকরণ থেকে শুরু করে সবেতন ছুটি এবং বদলীর ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা সবকিছুতেই তাঁদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে রাজ্য সরকার, অভিযোগ করেন সংগঠনের সম্পাদক জয়দ্বীপ কর। সাথে বলেন, রাজ্য সরকারের ফরমান না মেনে আন্দোলনমুখী হতে চাইলে তাঁদের চাকুরীচ্যুত করা হবে বলে ভয়ভীতিও দেখানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জিও ট্যাগিং পদ্ধতি শুরু হওয়াতে তাঁদের পকেট থেকে অর্থ খরচ করে কিনতে হচ্ছে মোবাইল। ফলে, কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মোতাবেক রাজ্য সরকারের মোবাইলের খরচ বহন করার কথা থাকলেও জিআরএস'দের নিজেদের টাকায় মোবাইল ক্রয় করার ঘটনায় দুর্নীতি হচ্ছে বলেই অনুমান।



রেগা কর্মচারি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে আগরতলায় মিছিল। ছবি নিজস্ব।

শনিবার রেগা কর্মচারী সমন্বয় সমিতির সম্মেলনে সংগঠনের সম্পাদক জয়দ্বীপ কর বলেন, চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী হওয়ায় তাঁদের প্রায় সময়ই রাজ্য সরকারের রক্তচক্ষু মোকাবিলা করতে হয়। তিনি স্পষ্ট বলেন, রেগা কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের দাবি দীর্ঘদিনের। অথচ রাজ্য সরকার বলছে, যেহেতু রেগা কেন্দ্রীয় প্রকল্প, তাই তাঁদের নিয়মিত করা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এদিন তিনি বলেন, এবিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে জানতে চাওয়া বলে তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া রেগা কর্মাচারীদের নিয়মিতকরণ রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। এছাড়াও নানাভাবে রেগা কর্মচারী বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, আর্থিক অনটনের কারণে হয়ত রাজ্য সরকারের পক্ষে রেগা কর্মচারীদের নিয়মিত করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু, যেখানে আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই সেখানেও তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী সবেতন ছুটি পেয়ে থাকেন। কিন্তু, তাঁদেরকে সবেতন ছুটি দেওয়ার দাবি রাজ্য সরকার মানছে না। এদিকে, বদলীর ক্ষেত্রেও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় রেগা কর্মচারীদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, কোন সরকারী কর্মাচারীকে বদলী করা হলে ১০ থেকে ১২ দিনের ছুটি দেওয়া হয়। কিন্তু রেগা কর্মাচারীদের ক্ষেত্রে বদলী হলে তিন দিনের মধ্যে কাজে যোগ না দিলে বেতন কেটে নেওয়া হচ্ছে। আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে রাজ্য সরকারের রক্তচক্ষুর মুখে পড়তে হচ্ছে। ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, আন্দোলনমুখী রেগা কর্মচারীদের চাকুরী বরখাস্ত করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন কারণ দর্শানোর নোটিশও জারি করেছে সরকার। তবে, রাজ্য সরকারের ভয়ভীতিকে রেগা কর্মাচরী সমন্বয় সমিতি তোয়াক্কা করেনা বলে এদিন সংগঠনের সম্পাদক হুংকার দেন। তাঁর সাফ কথা, রেগা কর্মচারীদের প্রতি রাজ্য সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। কোন ভয়ভীতিকেই তোয়াক্কা করা হবে না এবং দাবী আদায়ে আগামী আন্দোলন আরো জোরদার করা হবে।

এদিকে, ইএফএমএস পদ্ধতিতে রেগা প্রকল্পে মজুরী সরাসরি শ্রমিকদের একাউন্টে ঢুকছে, ফলে এক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ নেই। কিন্তু জিও ট্যাগিং পদ্ধতিতে রূপান্তরে জিআরএস'দের মোবাইল নিজেদেরকেই কিনতে হচ্ছে। এদিন সম্মেলনের মঞ্চে এনিয়ে বিষোদ্গার জাহির করেন সংগঠনের সম্পাদক জয়দ্বীপ কর। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্রের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পুলিশের এসআই'র মর্মান্তিক মৃত্যু কাকড়াবনে


পুলিশের এস আই শান্তনু রাউত।

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** গোমতী জেলার কাকড়াবন থানার সাব ইনস্পেক্টর শান্তনু রাউত শনিবার সকালে নিজের গাড়ি ধুতে গিয়ে গাড়ি চাপায় প্রাণ হারিয়েছেন। জানা গিয়েছে, কাকড়াবন থানার কোয়ার্টারে থাকতেন সাব ইনস্পেক্টর শান্তনু রাউত। শনিবার সকালে কোয়ার্টারের পাশেই একটি জলাশয়ের পাশে গাড়িটি জলদিয়ে পরিস্কার করার চেষ্টা করেন। হঠাৎ গাড়িটি পেছন দিক থেকে গড়িয়ে জলাশয়ে পড়ে যায়। সেই গাড়ির নীচে চাপা পড়েন পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর শান্তনু রাউত। সেখানে ঐসময় অন্যকোন লোকজন ছিলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পর ঐ এলাকার এক মহিলা গাড়িটিকে জলে পড়ে থাকতে দেখে কাকড়াবন থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে সাব ইনস্পেক্টরের খোঁজ করে। তাঁর কোয়ার্টারে গিয়েও তাকে খোঁজাখুঁজি করা হয়। মোবাইল ফোনে কল করা হয়। সুইচ অফ বলে জানায়। ততক্ষণে সহকর্মীরা নিশ্চিত হয়ে যান গাড়ির নীচে চাপা পড়েছেন শান্তনু রাউত। জলাশয় থেকে গাড়ির চাকায় চাপা পড়া অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। ততক্ষণে প্রাণে বেঁচে নেই সাব ইনস্পেক্টর শান্তনু রাউত। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

## কাশ্মীরে জঙ্গী হামলায় তিন জওয়ান শহীদ

**শ্রীনগর, ১৭ ডিসেম্বর।।** জম্মু কাশ্মীরের পাম্পোরে সেনা কনভয়ে জঙ্গী হামলায় তিন জওয়ান শহীদ হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। সেনা কনভয় যখন ঐ সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল তখন পাহাড়ের জঙ্গলের আড়াল থেকে জঙ্গীরা অতর্কিত হামলা চালায়। জওয়ানরা জঙ্গীদের পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানায়। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল গুলির লড়াই হয়। একসময় জঙ্গীরা গুলি চালনা বন্ধ করে দেয়। দেখা গিয়েছে জঙ্গীদের অতর্কিত হামলায় তিন সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চিরুনী তল্লাসী অভিযান চালায় সেনা জওয়ানরা। অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী ঐ এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে, গত বুধবার পৃথক স্থানে জঙ্গী ও জওয়ানের সাথে গুলি বিনিময় হয়। তাতে দুই জঙ্গী নিহত হয়। ওইদিন আনন্তনাগেও সেনা কনভয়ে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গীরা। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল গুলিযুদ্ধ হয়।

## আজ নব সাক্ষরদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** আগামীকাল রবিবার নব সাক্ষরদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবে স্টেট ইকুয়িভেলেন্সি এক্সামিনেশন বোর্ড তথা এসইইবি। রাজ্য সাক্ষরতা মিশন এর পক্ষ থেকে নব সাক্ষরদের প্রবাহমান শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের সমতুল্য তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠশ্রেণীর মানে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

এই মূল্যায়নে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩,৬৪৬ জন। এর মধ্যে ৪,৩০০ জন নব্য সাক্ষর। বাকিরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মানের। আট জেলাতেই এই মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলাফল ঘোষণা করা হবে ৪ জানুয়ারী।

## রাস্তা প্রশস্ত করার দাবীতে অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** রাস্তা প্রশস্ত করার দাবীতে অবরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন কল্যাণপুর বাজার কলোনী এলাকার জনগণ। ঘটনা শনিবার দুপুরে। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ ঐ সড়কের অবস্থা খুবই করুণ। রাস্তা প্রশস্ত না করায় যান বাহন চলাচল করতে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি পথচারীরা বিপদের ঝুকিতে যাতায়াত করেন। তাই যেকোন সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রশাসনের দৃষ্টিতে বিষয়টি বহুবার নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই এদিন পথ অবরোধে নামে এলাকাবাসী।

## পেট্রোল না পেয়ে উদয়পুরে পথ অবরোধ ক্ষুব্ধ ভোক্তাদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** পেট্রোল সংকটে নাজেহাল গোমতী জেলার যান চালকরা। গত কয়েকদিন ধরেই পেট্রোলের সংকটে যান চলাচল অনেকটাই কমে গিয়েছে। শনিবার সকালে পেট্রোল রয়েছে জেনেই কিরণ পেট্রোলিয়ামের সামনে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করছিলেন, স্কুটার, বাইক ও যান বাহনের চালকরা। কিন্তু দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরও পেট্রোল না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। পেট্রোল পাম্পের সামনে পথ অবরোধে বসেন ঐসব ক্ষুব্ধ ভোক্তারা। খবর পেয়ে আর কে পুর থানার পুলিশ ছুটে যায়। উত্তেজিত জনতার সঙ্গে পুলিশের রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের পদস্থ কর্মকতারা ছুটে গিয়ে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। এরপরই পথ অবরোধা মুক্ত হয়।

এদিকে, রাজধানী আগরলা শহরের বেশীরভাগ পাম্পেই পেট্রোল নেই। যে দুই একটি পাম্পে পেট্রোল রয়েছে সেগুলিতে দীর্ঘ লাইন। লাইনে দাঁড়িয়ে অনেকে তিতিবিরক্ত হয়ে পেট্রোল না নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে কোন স্পষ্টিকরণও দেওয়া হচ্ছে না। তাতে ক্ষোভে ফুসছেন ভোক্তারা।

## যান সন্ত্রাসে গুরুতর জখম তিন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** মারুতীর ধাক্কায় আহত হলেন তিনজন। ঘটনা ঊষাবাজারে। আহতদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা সংকট জনক। তারা হলেন পিংকি বনিক ও আশীষ দাস। তাদেরকে জি বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, একটি মারুতী গাড়ি ও অটো যাচ্ছিল। ঊষাবাজার এলাকায় বাঁক নেওয়ার সময় অটোকে সজোরে ধাক্কা দেয় মারুতী গাড়িটি। ফলে, মারুতী গাড়ির তিনজন যাত্রী আহত হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ছুটে যায়। এই ব্যাপারে একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মারুতী গাড়ির চালকের অসাবধানতার কারণেই দূর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, অভিযোগ উঠেছে ভিআইপি এই রোডে প্রতিদিন বেপরোয়া ভাবে যানবাহন চলাচল করে। এই রোডে পুলিশের কোন কঠোর নজরদারী থাকছে না। ফলে যান চালকরা মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছেন। বেশ কয়েকটি স্কুলও রয়েছে এই রোডের পাশে। তাই সকাল ও বিকালের দিকে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে।

## গৃহবধূকে অমানবিক নির্যাতন, থানায় মামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** স্বামী ও শাশুড়ির ক্রমাগত নির্যাতনে বিয়ের দশ মাসের মধ্যেই স্বামীগৃহ ছেড়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে এক গৃহবধূ। গৃহবধূর বাড়ি কমলপুরে। স্বামীর বাড়ি ধর্মনগর রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। গুণধর স্বামীর নাম রাজেশ দেব। বিয়েছে পাত্রপক্ষের দাবী অনুযায়ী নগদ টাকা, সোনা গয়না সবকিছু দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়ি থেকে বাইক কেনার জন্য টাকা আনতে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। গুণধর স্বামী মদ্যপান করে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই গৃহবধূটি বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এই ব্যাপারে কমলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা গৃহবধূ। কমলপুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ভষ্মিভূত বনের কুঁজি, অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে এক ব্যক্তি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ডিসেম্বর।।** শনিবার সন্ধ্যা ৫টায় চড়িলামের ছেচরীমাই এলাকায় খড়ের গাদায় কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে খরের দুটি গাদায় ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুন দেখে এক পথচারী নিভাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। তার নাম সন্তোষ ঘোষ (২৬) বাড়ী বিশ্রামগঞ্জ এলাকায়। তার চিৎকার শুনে এলাকার জনগন ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার স্টেশনে। ততক্ষনে আহত যুবক সন্তোষকে ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা এবং এলাকার জনগনের আপ্রান চেষ্টায় পাঠিয়ে দেন বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে। এর মধ্যে দুটি খরের গাদা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বিশ্রামগঞ্জের ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা এসে আগুন নিভাতে গিয়ে জলের সংকটে পড়ে। তখন পুনঃ রায় বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসের জনওয়ানরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে জাতীয় সড়ক ৩০ মিনিটের জন্য পুরোদমে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঘটনার খবরে জানা গেছে, আহত সন্তোষ ঘোষকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতাল থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্রুত পাঠিয়ে দেন জিবি হাসপাতালে। আহত ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানা যায়।

## বেআইনীভাবে নোট বদল করতে গিয়ে গ্রেপ্তার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুই আধিকারীক

**বেঙ্গালুরু, ১৭ ডিসেম্বর(হি.স.)।।** ফের বেআইনীভাবে নোট বদল করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন দুই আরবিআই আধিকারীক। বেঙ্গালুরুতে পুরনো নোট বেআইনীভাবে বদল করতে গিয়ে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুই আধিকারীক। এই নিয়ে কালো টাকা সাদা করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন মোট ১৮ জন সরকারী আধিকারিক।

এদিন যে দুই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আধিকারিককে গোয়েন্দারা গ্রেফতার করেছে তাঁরা বেশ উচ্চ পদস্থ বলে জানা গেছে। ফলে, বিষয়টির গুরুত্বও বেড়ে গিয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বেঙ্গালুরু শাখার সিনিয়র স্পেশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। অন্যজন স্পেশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। দুজনেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্যাশ বিভাগে কাজ করতেন। দুজনে এখনো পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি টাকার পুরনো নোট বেআইনীভাবে বদল করে দিয়েছেন বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন।

এদিকে, পূর্ব মুম্বাইয়ের চেম্বুরের কাছে একটি গাড়ি থেকে দশ কোটি টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া দশ কোটির মধ্যে পাঁচশো টাকার নোট আছে এবং দশ লক্ষ নতুন দুই হাজারের নোট আছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিলকনগর থানার পুলিশ একটি গাড়ির মধ্যে থাকা বস্তাবন্দি টাকাগুলি উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় আটক তিনজন পুণের একটি সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মী। আটক তিনজনের দাবি, তাঁরা টাকা নিয়ে ঘাটকোপার শাখা থেকে পুণে যাচ্ছিলেন। তাঁদের দাবি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রয়োজনে আয়কর দপ্তরের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে।

## নাম পাল্টে বসবাস করছে ডাকাতীর আসামী, ষোল বছর পর পুলিশের জালে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** ডাকাতীর মামলায় অভিযুক্ত এক আসামীকে ১৬ বছর পর গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হল পুলিশ। শুক্রবার ভোর তিনটা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি মণিন্দ্র দেবনাথ ও সোনামুড়া থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেছে তরুণ দেববর্মা (৩৫) নামে এক আসামীকে। তার বিরুদ্ধে ১৯৯৮-৯৯ সালে ডাকাতীর মামলা রয়েছে। মামলাটি হয়েছিল আইপিসির ৩৯৫ ও ৪১২ ধারা মোতাবেক। তৎকালীন সময়ে পুলিশ তরুণ দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু, সে জামিনে মুক্তি পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে সে পালিয়ে বেড়ায়। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গজারিয়া ধনীরাম পাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আসামী তরুণ দেববর্মা গজারিয়া এলাকায় সমস্ত কাগজপত্র অমর দেববর্মা নামে করে নেয়। এমনকি রেশন কার্ড, পিআরটিসি থেকে শুরু করে সমস্ত কাগজপত্রে অমর দেববর্মা হিসেবে সে


তরুণ দেববর্মা ওরফে অমর দেববর্মা

পরিচিত। শনিবার পুলিশ তাকে আদালতে তোলে। মাননীয় বিচার অভিযুক্ত তরুণ দেববর্মা ওরফে অমর দেববর্মাকে চৌদ্দদিনের জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে একজন ডাকাতীর আসামী কিভাবে নাম পাল্টে রেশন কার্ড ও পিআরটিসি সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র প্রশাসন থেকে হাতিয়ে নিয়েছে।

## নীল জলের বোতলের গুজব সচেতন করতে মাঠে প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ ডিসেম্বর।।** কথায় আছে কখনো গুঁজবে কান দেবেন না। কিন্তু বরাবরই শুধুমাত্র গুঁজবে কান দিয়ে অনেকেই মজে যান কুসংস্কারে। এই কুসংস্কারের বশবতী হয়ে অনেকেই বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেন। এভাবেই ব্যাক্তি জীবনের পাশাপাশি সমাজের জন্য অনেকেই মনের অজান্তে বয়ে আনেন অনেক সমস্যা। এবার খুদ রাজধানী থেকে শুরু হয়ে রাজ্য জুড়ে এখন এমনই এক কুসংস্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। খোয়াইতে অনেক বাড়ির গেইটে নতুবা গলির মোরে নীল জলের বোতল ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যাচ্ছে। গুঁজবে কান দিয়ে কুসংস্কারের বশবতী হয়ে এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন অনেকেই। এই নীল জলের বোতল বাড়ীর গেইটে লাগিয়ে রাখলে কি বাড়ির মঙ্গল হয়। এমনকি কোন কুদুষ্টি পরেন। আর এই বিশ্বাসেই রাজ্যের প্রায় প্রতিটি মহকুমায় অসংখ্য মানুষের বাড়ির গেইটে নীল জল বোতলে ঢুকিয়ে আটকে রাখতে দেখা যাচ্ছে। যদিও শুক্রবারের এবং শনিবার ধারাবাহিকভাবে খোয়াই পুর পরিষদের পক্ষ থেকে খোয়াই শহর অঞ্চলে এই ধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস না করার জন্য প্রচার করা হচ্ছে। তারপরও খুদ পুর এলাকা সহ মহকুমা শাসকের অফিস কার্য্যালয়ের আশপাশ এলাকাতেই এই গুঁজব এখন কুসংস্কারে পরিনত হয়ে বাড়ীর গেইটে নীল জলের রূপ নিয়ে ঝুলে আছে। তাই এক্ষেত্রে প্রশাসনের আরও সুদৃঢ় পদক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন জনসাধারন।

তবে জনসচেতনতামূলক প্রচারের পর পরই দেখা যাচ্ছে অন্য চিত্র। খোয়াই পুর এলাকায় এমন অনেক বাড়ী ঘরে নীল জলের বোতল গেইট থেকে সরিয়ে বাড়ীর উঠোনে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এমনকি কেউ কেউ প্রশাসনিক প্রচারে নড়েচড়ে বসেছেন এবং নীল জলের বোতল বাদ দিয়ে গোটা গেইটটাকেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অবৈধ কাজের দরুন বন্ধ লজ, পুনরায় চালু করতে ম্যানেজারের দাদাগিরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৭ ডিসেম্বর।।** শনিবার কমলাসাগর চা বাগানস্থিত বলাকা লজটি বন্ধ হওয়ার ফলে দাদাগিরি দেখাল লজের ম্যানেজার কার্তিক লস্কর। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন বলাকা লজটি চালানোর পর বন্ধ হয়ে যায়। বলাকা লজটি ২০১২ সালে চালু হওয়ার পর থেকেই এই লজের ম্যানেজার কার্তিক লস্কর অবৈধ ব্যবসা চালায় লজের ভিতরে। এমনকি রেজিস্টার খাতায় এন্ট্রি করে না অবৈধভাবে রুটি রোজি কামানো ধান্ধা করছে। বেশ কয়েকবার কমলাসাগর বিধানসভার বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী কাছে খবরটি পৌঁছায়। সে ঘটনা নিয়ে কয়েকবার এলাকার বিধায়ক আলোচনায় বসে। বলাকার ম্যানেজার কার্তিক লস্করকে অবৈধভাবে কাজ না করার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। ম্যানেজার ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আর অবৈধভাবে কাজ করবে না বলে জানায়। কিন্তু পয়সার লালসায় ম্যানেজার আরো অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়। তারপর এই সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী নিজে এলাকার বিধায়ককে নিয়ে এসে এই অবৈধ কাজগুলি দেখে ফেলে। তারপর এলাকার বিধায়ককে সাথে নিয়ে বলাকা লজটিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শনিবার দিন সকাল নয়টা থেকে লজের ম্যানেজার কার্তিকবাবু কিছু লোকজন জোগার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উপনির্বাচন ঃ ২১ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে অফিস বন্ধ থাকবে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** পঞ্চায়েতের উপনির্বাচনে ভোটাররা যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেজন্য ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির অন্তর্গত সমস্ত সরকারী অফিস, ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল কোর্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। জন প্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-র ১৩৫ বি ধারা অনুযায়ী এই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও উল্লিখিত এলাকাসমূহে কর্মরত সমস্ত শিল্প অধিগৃহীত সংস্থাসমূহ, কারখানা আইন ১৯৪৮-র আওতায় আসা অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজ্য সরকারের দৈনন্দিন হাজিরা/কন্টিনজেন্ট কর্মচারী, যে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ সবেতন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। যে সমস্ত কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে সেখানকার ভোটার হলেও উল্লিখিত সংস্থাসমূহে অন্যত্র যারা কর্মরত তারা ওইদিন বিশেষ ক্যাজুয়েরল লিভ পাবেন। ক্যাজুয়েল/দৈনিক হাজিরার কর্মীরাও ওইদিন সবেতন ছুটি পাবেন। কর্মস্থলে কারুর অনুপস্থিতিওইদিন বড় ধরণের সমস্যা সৃষ্টি করলে তিনি উপরোক্ত সুযোগ নাও পেতে পারেন। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এদিকে, পঞ্চায়েতের উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে পশ্চিম জেলার মোহনপুর এবং জিরানীয়া মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত খুচরো বিলেতী ও দেশী মদের দোকান ১৯ থেকে ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ এবং ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ বন্ধ থাকবে এবং এই দিনগুলি ড্রাই ডে হিসাবে পালন করা হবে। ত্রিপুরা আবগারী আইন, ১৯৮৭-র ২৪নং ধারার ১নং উপধারা অনুযায়ী পশ্চিম জেলার জেলা শাসক এক বিজ্ঞপ্তিতে মদের দোকান বন্ধ থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। পৃথক এক বিজ্ঞপ্তিতে একই ধারা অনুযায়ী সিপাহীজলা জেলার জেলা শাসক জেলার অন্তর্গত বিশালগড় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা □ বর্ষ-৬৩ □ সংখ্যা ৭১ □১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ইং□২ পৌষ □ রবিবার □১৪২৩বঙ্গাব্দ

## কংগ্রেসের ভূমিকায় সংশয়

নোট বাতিল নিয়া বিরোধীদের আন্দোলন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস নেতাদের সাক্ষাৎকার ঘিরিয়া নতুন বিতর্ক দেখা দিয়াছে। যখন নোট বাতিল ইস্যুতে বিরোধীরা মিলিত ভাবে আন্দোলনে নামিয়াছেন, সংসদ অচল অবস্থাতেই মুলতুবী হইয়া গেল, তখন কংগ্রেস একক ভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দাবী দাওয়া নিয়া সাক্ষাৎকারের ঘটনা বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের এই সাক্ষাৎকারে স্বাভাবিক ভাবেই প্রধানমন্ত্রী মোদি সন্তোষ ব্যক্ত করিয়াছেন। বিরোধী ঐক্যে যে ইহা জোর প্রতিক্রিয়া আনিবে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। বিগলিত প্রধানমন্ত্রী রাহুলকে বলিয়াছেন এইভাবে মাঝে মধ্যে চলিয়া আসিবেন। প্রধানমন্ত্রীর এই কথায় রাহুল কতখানি সন্তুষ্ট হইয়াছে তাহা জানা না গেলেও অন্যান্য বিরোধী দলে চাপা অসন্তোষ দানা বাঁধিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে, বিরোধী আন্দোলনে কার্য্যত কংগ্রেস জল ঢালিয়া দিল। অথচ এই আন্দোলনের প্রধান শরিক কংগ্রেস। বিরোধী দলগুলি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জঙ্গী আন্দোলনের পথে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নাই বলিয়া নাকি জানাইয়া আসিয়াছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের এই ভূমিকা নিয়া জাতীয় রাজনীতিতে রীতিমতো আলোড়ন দেখা দিয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই রকম পরিস্থিতিতে একক ভাবে কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কি খুব জরুরী ছিল? এই সাক্ষাৎকার না ঘটিলে কি মারাত্মক সর্বনাশ হইয়া যাইত? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যেকোনও দল দেখা করিতেই পারে। ইহাতে কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকিতে পারে না। কিন্তু যেখানে, নোট বাতিল ইস্যুতে মোদিই প্রধান কারিগর এবং তাঁহার বিরুদ্ধে লড়াই, প্রতিরোধ করাই বিরোধীদের লক্ষ্য তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কংগ্রেসের একক ভাবে সাক্ষাৎ করার ঘটনাও মোদির পক্ষেই সহায়ক পরিস্থিতি অনিতে সহায়ক হইল। আসলে, কংগ্রেসের নীতি আদর্শ কোন্ পথে তাহাই প্রশ্ন চিহ্নের সামনে আসিয়া গিয়াছে। প্রাচীন এই দলটির বিশ্বাসযোগ্যতাই তো প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আসলে, শুধু বিরোধী দলের নেতারা নহে। দেশের আপামর জনসাধারণের মনেও জোর প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। রাহুল গান্ধী এই সেদিন সাংবাদিকদের বলিয়াছিলেন তিনি এমন তথ্য ফাঁস করিয়া দিবেন যাহাতে প্রধানমন্ত্রী মোদির মুখ পুড়িয়া যাইবে। তিনি নাকি সংসদ অধিবেশনে তাহা ফাঁস করিয়া দিতে চান। তাঁহাকে নাকি সেখানে কথা বলিবার সুযোগই দেওয়া হইতেছে না। কেলেংকারী ফাঁস করিবার জায়গার কি অভাব আছে? না, সবই সস্তা রাজনীতি? ফাঁস করিতে না পারার ঘটনার জন্য রাহুল প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করিয়া সমঝোতা করিয়া নিলেন? রাহুলকে তাঁহার স্পষ্টিকরণ দেওয়া জরুরী। আসলে, রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেসতো শ্মশানে উঠিয়াই গিয়াছে। জনপ্রিয়তার ধারেকাছেও যিনি নাই সেই রাহুল তো কংগ্রেসের শ্মশান যাত্রা সাঙ্গ করিয়াই ছাড়িবেন। সোনিয়াকে তাহা অসহায়ের মতো দেখিয়া যাওয়া ছাড়া কিই বা করার আছে? মোদির কাছে রাহুল তো একেবারেই শিশু। বিরোধী ঐক্যের ফাটল ধরাইয়া কার্য্যত রাহুল মোদির হাতই শক্ত করিলেন। কোনও বিরোধী দল প্রকাশ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া না জানাইলেও দেশবাসী বুঝিয়া গিয়াছেন এই কংগ্রেসের কারণেই দেশে বিজেপির উত্থান হইয়াছে। এই কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি দেশের বিরোধী ঐক্য গঠনে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে দেশের সাধারণ মানুষ স্বাগত জানাইয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলনে সাফল্য মিলিবে না। কংগ্রেস হয়তো এই সত্যিই বুঝিতে পারিয়াছে। আর এজন্যই কি কার্য্যত আত্মসমর্পণ?

## বশ্বখ্যাত দার্জিলিংয়ের কমলার ফলন ক্রমশ নিম্নমুখী, হতাশ চাষীরা

**শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ** বিশ্বখ্যাতি দার্জিলিংয়ের কমলার ফলন ক্রমশ নিম্নমুখী। বিগত কয়েক বছর ধরেই দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পংয়ের কমলার ফলন ক মে যাচ্ছে। আর এই অভিযোগ খোদ তুললেন কমলা চাষী এবং র প্তানিকারকরা। কমলার ফলন কমে যাওয়ার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ব্যবাসায়ীদের। শিলিগুণি রেগুলেটেড মার্কেটের কমলালেবু র প্তানিকারক বাসুদেব প্রসাদ জানান, রাজ্য কৃষি দপ্তরের অসহযোগিতায় এই ফলের ফলন কমেছে। স রকার অবিলম্বে উদ্যোগী না হলে খুব তাড়াতাড়ি কমলালেবুর অবলুপ্তি ঘটবে। সরকারের উচিত মহারাষ্ট্র, নাগপুরের মত কমলা বাগান এলাকায় কৃষি দপ্তরের শাখা কার্যালয় খোলা। অত্যাধুনিক প্রযক্তির সাহায্যে নতুন পদ্ধতিতে চাষ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর এই সময় কমলাকেনার জন্য পাইকারী ব্যবসায়ীদের ভিড় লক্ষ্য করা যেত। নভেম্বর থেকে জানয়ারি প র্যত কোটি টাকার কমলার ব্যবসা হত। কিন্তু এখন তা আর নেই। তবে পাহাড়ে ফলন কম হলেও সমতলে কমলা চাষে জোর দিচ্ছে উদ্যানপালন দপ্তর। কমলা চাষী থেকে ব্যবসায়ীদের আক্ষেপের সুর আর হয়ত বেশিদূর গড়াবে না। কারণ দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিকের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও কমলালা চাষের উদ্যোগ নিচ্ছে উদ্যানপালন দপ্তর। ইতিমধ্যেই ৪ লাখ চলে এসেছে। কমলা চাষে মাটিগাড়া, চম্পাসারি, ও নকশালবাড়ির কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ি জেলা হর্টিকালচার অফিসার বিপ্লব সরকার বলেন, দার্জিলিং এবং কালিম্পময়ের কয়েকটি স্থানে কমলা চাষ হয়। সৌরিনি সিটং, বড় সিটং এলাকায় সুস্বাদু কমলার চাষ হয়। গত কয়েক বছর ফলন সেভাবে না হওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়তে হ য়েছে প্রত্যেককে। দার্জিলিং জেলায় ১৯৭২ হেক্টর জমিতে কমলার চাষ হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পুরনো পদ্ধতিতে কমলার চাষ করায় ফলন ক্রমশ কমছে। তবে ডিসেরম্বরের মাঝামাঝিতেও কিন্তু বাজারে এখনো সেভাবে দার্জিলিংয়ের কমলার দেখা নেই। কমলায় কবে বাজার ভ রে উঠবে তার জন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে ব লে অভিমত বিশেষজ্ঞ মহলের।

## বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

**কুলটি, ১৭ ডিসেম্বরঃ** কুলটির ডিসেরগড়ের একটি বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থায় বিক্ষোভ দেখাল শ্রমিকরা। শ্রমিকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সব কটি শ্রমিক সংগঠন এই বিক্ষোভ অংশ নেয়।

কুলটির বেসরকারীকরণের পরে একটি বেসরকারি সংস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্ব নেয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ন্যূনতম বেতনে কাজ করতে হ ওয়ায় শ্রমিক অসন্তোষ চরমে ওঠে।

শ্রমিক নেতা শুভেন্দু গাঁতা ইত বলেন, এখানে আমরা একটা সংস্থায় কাজ করছিষ অথচ মালিকপক্ষ দুঃখ দুর্দাশা বুঝতে চাইছেন না।

এখানে শ্রমিক স ংগঠনগুলির চিন্তাধারা আলাদা আলাদা হলেও শ্রমিক স্বার্থে তারা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার শ্রমিক স ংগঠনগুলির পথে নামার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কর্তৃপক্ষ। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ওয়েজ বোর্ড হয়। কিন্তু সেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা হয় না, তাই এই বিক্ষোভ।

# বিপ্লবের মুখোশধারীরা নিজেরাই নিজেদের আর কতকাল ঠকিয়েই যাবেন?

**হরিগোপাল দেবনাথ**

রাজ্যের শিক্ষক-কর্মচারীগণের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখেই এখানে যৎকিঞ্চিত আলোচনা রাখছি মানবিক স্বার্থেই। আমি জানি না, এরাজ্যের সমন্বয় কমিটি (সরকারী মার্কা) ও শিক্ষক আসোসিয়েশন যারা প্রায় অর্ধশত মাত্রায় ডি এ পাওনা রয়েছে তাদের কোন্ যুক্তি দেখিয়ে রাজ্য সরকার বশ মানতে পারেন। দ্বিতীয়ত ঃ সরকারী ব্যবস্থাপনাতেই যে ক্ষেত্রে প্রতি দশ বছরে পে কমিশন বসিয়ে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীকুলের বেতন হার প্রদান করার কথা, সেক্ষেত্রে এরাজ্যের বিপ্লবের মুখোশধারীরা ও স্বর্ণযুগ নামের আড়ালে গণ প্রতারণার প্রতিভূরা কোন্ মগজের বুদ্ধিতে কর্মচারী ও শিক্ষকদের ঠকাবার উদ্দেশ্যে পে রিভিও কমিটি গঠনে এত উৎসাহ পাচ্ছেন? সে কি কর্মচারীদের কম মাহিনা দিয়ে রাজ্যটার উন্নতির বহর বাড়াতে, না পার্টিরই সম্পদ-সমৃদ্ধি বাড়াতে, না স্রেফ কর্মচারীদের পেটের খিদের জ্বালাটা নিভতে না দিয়ে এ রাজ্যের মসনদ রক্ষার দায় সারাতে? আসল উদ্দেশ্যটা কী এনিয়ে আপনারা কি জাগবেন না? প্রমত্ততায় বুঁদ হয়ে থেকে নিজেরাই নিজেদের আর কত ঠকাবেন?

আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য সহ সমগ্র দেশ তথা গোটা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিস্থিতির বাস্তবচিত্রটির দিকে নজর ফেললে ও পরিদৃশ্যমান প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনায় বসলে কিংবা ভাবতে গেলে সখেদেই সেই কবিতার ভাষায় বলতে হয় — 'ওরে অবোধ, রে প্রমত্ত, আসলটা সমঝিবি রে কবে?' সত্যি বড়ই করুণ, বড়ই ট্র্যাজিক, অতীব অসহনীয় এই দুর্গতি। ভাবলেও শরীর শিহরিত হয়, মন ক্ষোভে-দুঃখে ও তিক্ততায় রি রি ওঠে যে এই কী হাল হয়ে গেল গোটা দেশটার, আর কী-ই হাল হল আমাদের রাজ্যটারও। বই পুস্তকের পাতা উল্টাতে গেলেই চোখে পড়ে, সুদূর অতীতে ইউরোপ বা আমেরিকায়-অস্ট্রেলিয়ায় যখন মানব সভ্যতার সূত্রপাত হয়নি তখনই এই ভারতবর্ষের মাটিতে মানব- সভ্যতার বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই অগ্নিশিখাই পৃথিবীর দেশে দেশে সভ্যতার প্রদীপলোকের প্রজ্জ্বলন ঘটায়। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পর থেকে তপোবন মুণি ঋষিরাই প্রথম জ্ঞানালোকের শিখার প্রজ্জ্বলন করেন। কিন্তু, প্রকৃত সত্যটি হল এই যে তারও অনেক আগে অর্থাৎ এদেশে আর্যদেরও আসার আগে থেকেই এখানে উন্নত রকমের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যাকে কোন কোন ঐতিহাসিকরা নাম দিয়েছেন 'প্রাগার্থ-সভ্যতা' বলে। উল্লেখ্য যে, প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক হরপ্পা মহঞ্জোদাড়োতে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পাবার পরই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এই সভ্যতা ছিল আর্যদেরও আগেকার সভ্যতা। বরং সত্যটি হল যে, এই অনার্য তথা প্রাগার্য বা দ্রাবিড় অথবা রাঢ়ীয় সভ্যতাকে বর্বর ও দুর্ধর্ষ অর্যরাই ধ্বংস করেছিল। যাক, এই সভ্যতা নিয়ে এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ভারতবর্ষ এত সুপ্রাচীন সভ্যতা ও তার ঐতিহ্য ঐশ্বর্যে গৌরবান্বিত হওয়া সত্ত্বেও আজ ভারতের পরিণতি তথা বাস্তবচিত্র বড় শোচনীয় ও অতীব করুণ। তবে প্রশ্ন হল- কেন। কেন ভারতের আজ এই দুর্দশা? এর জন্য দায়ী কারা? এরূপ দুর্গতির পেছনে মূল কারণ কোথায় প্রোথিত রয়েছে? সহৃদয় পাঠকবর্গ, আসুন তাহলে আমরা আমাদের দায় ও দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বরূপ উদ্ধারে কিছুটা কাজে লাগি ও একই সঙ্গে ভারতের বর্তমান দুর্দশার অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাই।

এখানে সততই এই প্রশ্নটি নিয়ে হয়তো কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, ভারতের বর্তমানের দুর্দশার কথা যে বলছি সেটি কীরকম দুর্দশা ও এর ব্যাপ্তিই বা কতটুকু। আমি এখানে বক্তব্যটুকু অতি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করতে চাইছি যে, এই দুর্দশা বলতে দেশটির সামগ্রিক দুর্দশার কথাই তুলে ধরতে প্রয়াস নিচ্ছি। সুতরাং, সামূহিক দুর্দশা হচ্ছে কয়েক রকমের যেমন- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক। তবে বিশেষভাবেই বলতে হচ্ছে ও স্বভাবতই মন্তব্যও রাখতে হচ্ছে যে, এই যুগের বৈশিষ্ট্য হল যে, অর্থনীতিটাই হচ্ছে সর্বেসর্বা, কেননা যুগটাই এখন চলছে অর্থনৈতিক, বাহাদুরির যুগ তথা বৈশ্যযুগ বা ক্যাপিটালিস্ট এর। কারণ, সারা পৃথিবীজুড়েই এখন চলছে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদের রমরমা। মূলতঃ অর্থনীতিই গাইড করছে এখন ভারতের মত দেশটার রাজনীতিকে। আবার রাজনীতি গাইড করছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষামূলক দিকগুলি। অর্থাৎ প্রকারান্তরে একই কথা হল যে, অর্থনীতিটাই হচ্ছে মূল চালিকা শক্তি। অথচ এটাই প্রকৃত সত্য যে, ভারতের নিজস্ব কোন অর্থনীতি বলতে কোন কিছুই আজ নেই ও কোনকালেই ছিল না। ভারতবর্ষ যতদিন বিদেশীদের অর্থাৎ মোগল, পাঠান, তুর্কী, ব্রিটিশ প্রমুখদের শাসনাধীন ছিল, তখন ছিল শোষক ও লুটেরাদের অর্থনীতি। স্পষ্ট ভাষায় বলতে হচ্ছে, তখন দেশটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী তথা লুটেরাদের সাম্রাজ্যবাদের কবলিত। ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে যদিও কাগজে কলমে তথা চাক্ষুসভবে আমাদের দেশীয় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে দেশটা পরিচালিত হচ্ছে পেছন দিক অনেকেরই অজ্ঞাতসারে অদৃশ্য এক শক্তিতে। আর, এই শক্তি আর কেউ নয়, পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্যবাদী অশুভ শক্তি। পুঁজিবাদেরই প্রতিভূরা। এরা বহুরূপী ও বিচিত্র ধরনের আর বিচিত্র স্বভাবের। কোথাও সরাসরি ক্ষমতা জাহির করার পক্ষপাতী ও স্থান বিশেষে এদের একেক জায়গায় একেক নাম- কোথাও সামরিক শক্তি, কোথাও জিহাদী কোথাও তালিবানি কোথাও হার্মাদবাহিনী আবার গণতান্ত্রিক, সমাজবাদী, শান্তিকামী ইত্যাদি অনের রঙচঙ মাখা পেখমধারী নামের আড়ালেও এদের লুকানো চরিত্রের মুখোশপরা হাতের থাবা যে থাকে না তাও কিন্তু নয়। এমন সমাজবাদী নামটার আড়ালে পৃথিবীতে কিছু রাষ্ট্র রয়েছে যারা মূলতঃ চলছে আগ্রাসী নীতি নিয়ে। ফলে, অন্যদেশের জমি দখল করা ও বিভিন্ন চুক্তি, ব্যবসা, উন্নয়নখাতে সহায়তা ইত্যাদির নামে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের ওপর জবরদখল চালানো, হামলা ইত্যাদি চালানো। ভারত এইসব হার্মাদিপনার শিকার যে নয় তাও নয়। তারও পরের কথা, খুদ ভারতেরই অভ্যন্তরে রয়েছে এই ধরণের বর্ণচোরা মাম্‌দোবাজরা যারা মুখে মুখে গণতন্ত্র, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, শান্তিপ্রিয়তার বড়াই করে শ্লোগান চালায়, আর ওদের স্বভাব-চরিত্রে ও কাজে কর্মে ওরা সেই পুঁজিবাদকেও হার মানিয়ে চলে। বিগত আমলে এর বহু নজীর আমাদের স্মৃতিপটে রয়েছে। মাত্র কয়েকটি বছর গড়িয়ে চলছে পশ্চিমবাংলাও তার সাক্ষ্য বহন করছে আজও। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথা তো রয়েই গেছে। ত্রিপুরার এই হার্মাদিপনার চরম জৌলুস চলছে। মুখে যতই উন্নয়নের স্বর্ণযুগ বলে অসহায় রাজ্যবাসীর পিট চাপড়িয়ে আর ঘুমপাড়ানী গান শুনিয়ে যতই বাহাদুর সাজার চেষ্টা হোক না কেন, দিনে দিনে সেইসব উঠতি বাহাদুরদের বা স্বঘোষিত বিপ্লবিদের মুখোশপরা রূপ জনমানসের নজরে ধরা পরে যাচ্ছে।

জানি, এ রাজ্যের জাতি উপজাতি সকলেই দীর্ঘ বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে তথাকথিত বাম-শাসকদের তাদেরই মুখে ঘোষিত বিপ্লবীয়ানার শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনের চেহারা চরিত্র সম্যকটা না হলেও অনেকটাই বুঝে গেছেন। দলীয় নেতা- নেত্রী ও আমলা- কামলা অর্থাৎ কর্মীগণ, ক্যাডার বাহিনী ও সমর্থকুল যারা এক কথায় বাম নামে ভগবান প্রাপ্তির চেয়েও বড় অনেক কিছু পেয়ে গেছেন বলে দুই চোখ মুদ্রিত করে বুক তরে সোয়াস্তির মধুপ্রশ্বাস গ্রহণ করে পরমতৃপ্তি লাভ করেন, তারাও নিশ্চয়ই কানে তুলো আর চোখে কাপাই লাগিয়ে এতদিনে আর এখন স্পীকটি নট হয়ে থাকতে পারছেন না। কারণ, আপনাদেরও ভেতরে সদাজাগ্রত সত্ত্বা বিবেচনাবোধ শক্তিটুকু মরে যায়নি বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। আপনারা যারা রাজ্যের বিদগ্ধ মন্ডলী কম্যুনিজম তথা মার্কসবাদী তত্ত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসী আপনারা বিবেক বা চেতনাশক্তিকে যদিও অস্বীকার করার আড়ালে এড়িয়ে যেতে চান, তারাও কিন্তু বিচারশক্তি বা যুক্তিবাদকে কিছুতেই উপেক্ষা দেখাতে পারছেন না। তাদের কাছেও আমার একটিমাত্রই জিজ্ঞাসা, আপনারাও কি পারছেন সত্যটাকে না দেখা না জানার, না বোঝার আছিলা করে এড়িয়ে যেতে? পারছেন কি কোন আছিলায় এড়িয়ে যেতে? না, পারছেন না আর পারবেনও না, সেটা ভাল করেই জানি। তাহলে প্রশ্ন, কেন আপনারা তবে নীরব হয়ে রয়েছেন? কেন আপনারা মুখ খুলবেন না? কেন মুখ বুঝে সব অন্যায় অত্যাচার, মিথ্যাচার, প্রতারণা, শোষণ, দুর্নীতি, সরকারী অর্থলোপাট, নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণ, শিশু ধর্ষণ ও ধর্ষণ শেষে হত্যার মতো সমাজাবিগর্হিত ক্রিয়াকান্ডগুলিকে রোজনামচার অন্তর্ভূক্ত করে মার্কসবাদী তত্বসাধনায় জন্মমালা বানিয়ে চলেছেন? কেন, কোন্ স্বার্থে? কিসের প্রলোভনে বা কোন্ শক্তির ভয়ে। আপনাদেরই তো পোষমানা মুখের বুলি-

'জনগণ, জনগণ, জনগণই শক্তি।' তো সেই জনগণের অংশ আপনারা কি কোনমতেই জন বা গণ কোন পর্যায়েই পড়তে চান না? বলুন তো, কী করে আপনারা মেনে নিতে পারছেন, এই রাজ্য সরকারের ওপর চাপানো অভিযোগের সিরিজ? এই সিরিজ তো ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে? কেন্দ্রীয় সরকার, ক্যাগ প্রমুখরা যে বলছেন, রাজ্যের বাম সরকার সঠিকভাবে বছরের পর বছর বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক উপযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে বহু টাকা অব্যয়িত রেখে যাচ্ছেন, অথচ রাজ্যের কি পাহাড় বা দুর্গম অঞ্চল, কি সমতল এলাকা- কোনটারই চিরস্থায়ী কোন উপকারমূলক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হচ্ছে না। সে কি শুধু মিথ্যা অপবাদ? কেন্দ্রীয় প্রশাসন গত দশ বছরের রেগার কাজের হিসেবে ও বাস্তবায়নে তদ্বির করতে এসে মারাত্মক রকমের গড়মিল পেয়েই যদি সব কাজের ফটোসহ হিসেব চান, তাদের রাজ্যটার তথাকথিত স্বচ্ছ প্রশাসকদের ও নেতৃবর্গের জেল্লা কমে যাবার সম্ভাবনা কোথায়? সরকারী বাজেটের টাকাগুলি যদি জনকল্যাণেই অর্থাৎ রাজ্যবাসীর ভাগ্য ফেরাতেই ব্যয় করা হয়ে থাকে, তাহলে ব্যয়ের সঠিক হিসেব দাখিল করতে গড়িমসি কেন? ভাববেন না একবারও? কবে নাগাদ জাগবে তবে নেতিয়ে পড়া বিচারশক্তি? আরেকটা প্রশ্ন- রাজনীতি করাটা কোন্ স্বার্থে? ব্যষ্টিস্বার্থে, না গোষ্ঠীস্বার্থে? পার্টির স্বার্থে, না দেশবাসীর তথা রাজ্যবাসীর সামগ্রিক স্বার্থে?

রাজ্যবাসী তরুণ ভাই বোনদের প্রাণের আবেগ নিয়েই অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা স্বচ্ছ নির্মল চিন্তাধারা, যুক্তিবাদ ও আপনাদের সম্যক বিবেচনাশক্তি নিয়েই তবে আমার বলা কথাগুলির মূল্যায়ন করে দেখবেন। যদি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তবে শ্রম সার্থক বলে মনে করব। কথাগুলি একে সাজিয়ে নিচ্ছি ঃ-

(১) রাজ্যের প্রায় ৩৭/৩৮ লাখ লোকের মধ্যে প্রায় সাতলাখ ছুঁই ছুঁই করছে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা। এতবড় সংখ্যাটি তো এক দুই বছরেই হয়ে ওঠেনি। তাহলে এতটা বছর ধরে বেকারদের সঙ্গে এই বাম শাসকদের এই প্রতারণা কেন?

(২) বহুবারই দেখা গেছে রাজ্য সরকার কোন না কোন সরকারী বিভাগে যখনই চাকরি প্রার্থীদের নামের তালিকা তৈরী করেন, প্রকাশও করেন কিংবা চাকরির অফার ছাড়েন, তা নিয়ে গোলযোগ দেখা দেয়, দুর্নীতি ও দলবাজীর অভিযোগ ওঠে। কখনও দলের ভেতর থেকে দলীয় ক্যাডাররাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে, দলীয় অফিসে তালা লাগায়, কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্নি সংযোগের মতও ঘটনার সৃষ্টি হয় কেন? প্রায় সময়ই দেখা যায় আদালতে সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চাকরীর দাবীদাররা মামলা ঠুকলে অনায়াসে আদালতে বিচারের জন্য গৃহীত হয়, কোথাও কোন ক্ষেত্রে অফার বিলিও মুলতুবি হয়ে যায়। এসবের পিছনে কারণ কি থাকে? যদি বলি মাসে মাসে কাড়ি কাড়ি সরকারী অর্থের মাসোহারা গেলা, সরকারী খরচে গাড়ি হাঁকানো, এসি কামরায় সরকারী অফিসে বসা প্রশাসকবর্গ, আমলাবর্গ মূলতঃ বাম শাসনের প্রতি প্রভু ভক্তির কারণেই কি নির্বুদ্ধিতার নজির দেখান, না আদপেই তাদের যুক্তিগ্রাহ্য ও আইনসিদ্ধ বিবেচনাশক্তিরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে বলেই তাদের কৃতকাজ বিচারালয়ে গিয়ে আইনের প্যাচে পড়ে যায়, কোন্‌টা সঠিক হবে? মনে করে, দেখুন না, রামসার ৩৭৬ জন শিক্ষার অফিস থেকে ছাঁটাই, রাজ্যের নিযুক্ত কম্পিউটার ফেকাল্টির লোকদের ছাঁটাই, ১০৩২৩ জনের মামলা দেশের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পেছনে মূল রহস্য কী রয়েছে? প্রকৃত দায়ী হবেন কারা? আমি কিন্তু এখানে প্রশ্ন কয়টি তুলে এনেছি এরাজ্যের শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত বেকার সমাজের উদ্দেশ্যে। কারণ আপনারাই তো এরাজ্যের ভবিষ্যক প্রশাসক, পরিচালক বা পরিচালক নির্বাচনের পুরোহিত হতে চলেছেন।

রাজ্যের শিক্ষক-কর্মচারীগণের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখেই এখানে যৎকিঞ্চিত আলোচনা রাখছি মানবিক স্বার্থেই। আমি জানি না, এরাজ্যের সমন্বয় কমিটি (সরকারী মার্কা) ও শিক্ষক আসোসিয়েশন যারা প্রায় অর্ধশত মাত্রায় ডি এ পাওনা রয়েছে তাদের কোন্ যুক্তি দেখিয়ে রাজ্য সরকার বশ মানতে পারেন। দ্বিতীয়ত ঃ সরকারী ব্যবস্থাপনাতেই যে ক্ষেত্রে প্রতি দশ বছরে পে কমিশন বসিয়ে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীকুলের বেতন হার প্রদান করার কথা, সেক্ষেত্রে এরাজ্যের বিপ্লবের মুখোশধারীরা ও স্বর্ণযুগ নামের আড়ালে গণ প্রতারণার প্রতিভূরা কোন্ মগজের বুদ্ধিতে কর্মচারী ও শিক্ষকদের ঠকাবার উদ্দেশ্যে পে রিভিও কমিটি গঠনে এত উৎসাহ পাচ্ছেন? সে কি কর্মচারীদের কম মাহিনা দিয়ে রাজ্যটার উন্নতির বহর বাড়াতে, না পার্টিরই সম্পদ-সমৃদ্ধি বাড়াতে, না স্রেফ কর্মচারীদের পেটের খিদের জ্বালাটা নিভতে না দিয়ে এ রাজ্যের মসনদ রক্ষার দায় সারাতে? আসল উদ্দেশ্যটা কী এনিয়ে আপনারা কি জাগবেন না? প্রমত্ততায় বুঁদ হয়ে থেকে নিজেরাই নিজেদের আর কত ঠকাবেন?

# দেশ/বিদেশ/রাজ্য

## প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন মন্তব্য বিমুদ্রাকরণে খুশি আমির খানের

**মুম্বাই, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স)।।** নোট বাতিল ইস্যুতে হাতিয়ার করে বিরোধীরা যতই হইহট্টগোল করুক না কেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই সাহসী সিদ্ধান্তকে সমর্থণ জানিয়েছেন বলিউড অভিনেতা আমির খান। বিমুদ্রাকরণ পারফেকশনিস্ট। শুক্রবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের আমির খান জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের মোট বাতিলের সিদ্ধান্ত একদম সঠিক। সাধারণ মানুষের উচিত প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থণ করা। এই সঙ্গে নোট বাতিলের ফলে গরিব মানুষদের যে কষ্ট হচ্ছে, সেই নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছেন আমির খান। অভিনেতার কথায়, 'আমার এখনও কোনও সমস্যা হয়নি, কারণ আমার কাছে কোনও কালো টাকা নেই। যাঁদের কাছে কালো টাকা আছে, তাদেরই সমস্যা হচ্ছে। আমি কোনও কিছু কেনাকাটার জন্য সবসময় কার্ডে পেমেন্ট করি। আমি জানি গরিব মানুষের কিছুটা কষ্ট হচ্ছে এবং সে জন্য আমার খারাপও লাগছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত তাঁকে সমর্থণ করা।

## ঘন কুয়াশার কারণে বর্ধমানে পথ দুর্ঘটনা, আহত ৭

**কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স)।।** ঘন কুয়াশা কারণে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেল বর্ধমানের শক্তিগড়ে। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক দেখতে না পেয়ে, বাতিস্তম্ভে ধাক্কা মারে সরকারি বাস। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৭ জন। পা বাদ গিয়েছে এক জনের। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। তাঁদের এসএসকে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি রাজ্য পরিবহণ নিগমের। বর্ধমান থেকে কলকাতার দিকে আসছিল বাসটি। তখনই বর্ধমানের শক্তিগড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

শনিবার নয়াদিল্লিতে তাজিকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইমোমালি রেহমুনকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

## তিলোত্তমায় জাঁকিয়ে বসেছে শীত, বাংলায় ঠান্ডা কাঁপুনি

**কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** দেরিতে হলেও, অবশেষে শীতের আমেজে মাতল বাংলা। একই সঙ্গে শীত জাঁকিয়ে বসেছে তিলোত্তমায়। শুক্রবারই তাপমাত্রার পারদ নেমে গিয়েছিল ১২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। কিন্তু, শনিবার তাপমাত্রা খানিকটা বেড়েছে। তবে, স্বস্তি হল উত্তুরে হাওয়া চলছেই। কলকাতার পাশাপাশি শীতের কামড়ে জবুথবু দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলি। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ সহ সর্বত্রই স্বাভাবিকের চেয়ে তাপমাত্রা কিছুটা কম।

আবহবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া উচ্চচাপ বলয়ের জেরে জলীয়বাষ্প ঢোকে বায়ুমন্ডলে। তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তবে সে রকম কোনও পরিস্থিতি বায়ুমন্ডলে এখন নেই।

দক্ষিণ আন্দামান সাগরের অনেকটা দূরে একটি গূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। সেটি প্রভাব অবশ্য পড়বে না। ফলে উত্তুরে হাওয়ার প্রভাব খানিকটা কমলেও শীতের আমেজ বজায় থাকবে।

## তুরস্কে শক্তিশালী বিস্ফোরণ মৃত ১৩ সেনা জওয়ান

**ইস্তানবুল, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** জঙ্গি নাশকতায় ফের রক্তাক্ত হল তুরস্ক। শনিবার সেন্ট্রাল তুরস্কের কাইসেরি শহরে একটি সেনা বাস লক্ষ্য করে শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা।

এদিনের হামলায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ সেনা আধিকারিকের। জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৪৮ জন। তাঁদরে নিটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

তাই মৃতের সংখ্যা আর্য্য বাড়তে পারে বলে াাশঙ্কা করা হচ্ছে। খেনও পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি কোড়ও জঙ্গি সংগঠন। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, সপ্তত্রাহান্তে বাসে করে ছুটিতে যাচ্ছিলেন সৈন্যরা। কাইসেরি শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আচমকা বাসে জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটায়।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন আগেই ইস্তানবুলে বোমা বিস্ফোরণে ৪৪ জন নাগরিক প্রাণ হারায়। ৩৭ জন পুলিশ অফিসার মারা যান সেই বিস্ফোরণের ঘটনায়।

## ঠান্ডায় কাঁপছে উপত্যকা, শৈত্যপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত

**শ্রীনগর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** হাড় কাঁপুনি ঠান্ডায় কাঁপছে গোটা উপত্যকা। শৈত্যপ্রবাহে এখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত কাশ্মীরের স্বাভাবিক জনজীবন। সঙ্গে দাপট রয়েছে ঘন কুয়াশার। সব থেকে খারাপ অবস্থা রাজৌরি জেলায়। যে কারণে সমস্যায় পড়েছেন স্কুল পড়ুয়ারা। ঠান্ডায় কাঁপছে দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাঁও, লেহ এবং লাদাখও। বেশি উচ্চতার জায়গাগুলিতে ইতিমধ্যে জল জমে বরফ জমতে শুরু করেছে। প্রায় সর্বত্রই বারিন্দাদের আগুন পোহানোর ছবি নজরে আসছে। শনিবার আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই।

## পাতিপুকুরে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত ২০টি বাড়ি, মৃত ১ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহ ২

**কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** পাতিপুকুরের সুভাষ কলোনিতে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল কমপক্ষে ২০টি বাড়ি। ভয়াবহ আগুনে অগ্নিদুগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহ দুই জনের। মৃত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর নাম প্রিয়া অধিকারী (১৬), আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন প্রিয়ার কাকা নিমাই অধিকারী (২৭)। গভীর রাতে (রাত ২.৪০ মিনিট) পাতিপুকুরে রেলাইনের ধারে থাকা সুভাষ কলোনীতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২০টি ইঞ্জিন এবং ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ। বেশ কয়েকঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক তদন্তের পর দমকল কর্মীদের অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেই ভয়াবহ আগুন লাগে।

স্থানীয় সূত্র খবর, রাত তখন ২.৪০ মিনিট হবে। হঠাৎই গোটা সভাষ কলোনিকে গ্রাস করে আগুনের লেলিহান শিখা। গভীর রাতে আগুন লাগায় সেই সময় বাসিন্দারা ঘুমিয়ে ছিলেন। আগুনের গনগনে আঁচে ঘুম ভেঙে যাওয়া মাত্রই প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি লেগে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। বাড়ি সবাই বেরিয়ে আসতে পারলেও ঘরের ভিতরে আটকে পড়েছিল ১৬ বছরের প্রিয়া। আগুনে দগ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আগুনে পুড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ওই পরিবারের আরও এক সদস্য, প্রিয়ার কাকা নির্মাই অধিকারী। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বহু মানুষ।

দমকল সূত্রের খবর, রেললাইন টপকে কলোনি এলাকায় ঢুকতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া কলোনির বাড়িগুলি একে অপরের গা ঘেঁষে থাকায় আগুন নেভাতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। বেশ কয়েকঘন্টা অক্লান্ত চেষ্টার পর আগুন অবশ্য নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

## হাতিবাগানে গেঞ্জি কারখানায় আগুন, তুমুল আতঙ্ক

**কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স)।।** হাতিবাগানে গেঞ্জি কারখানায় আগুন লেগে ছড়াল তুমুল আতঙ্ক। শনিবার সকাল ৬.৪২ মিনিট নাগাদ হাতিবাগানের ২৮ নম্বর ফকির চাঁদ লেনে অবইস্থত একটি গেঞ্জি কারখানায় আগুন লাগে।

বিডন স্ট্রিট থেকে নিমতলা ঘাটে যাওয়ার রাস্তায় ফকির চাঁদ লেনে অবস্থিত ওই গেঞ্জি কারখানা। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৯টি ইঞ্জিন। সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, আগুনের লেলিহান শিখায় অনেক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান শর্টসার্কিট থেকেই হয়তো আগুন লেগেছে।

অন্যদিকে, সল্টলেকের এক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার দফতরে এদিন আগুন লাগে। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে, আগুন বিধ্বংসী আকার নেওয়ার আগেই তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

## নোট উদ্ধারের পালা অব্যাহত, আন্ধেরি থেকে উদ্ধার ১.৪০ কোটি টাকা

**মুম্বাই, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স)।।** দ্রেদশজুড়ে নোট উদ্ধারের পালা অব্যাহত। শুক্রবার রাতে মুম্বাইয়ে আন্ধেরি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় নতুন ২০০০ টাকার নোটে ১ কোটি ৪০ ল. টাকা। এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে ৪ জনকে। ডিএন নগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম হল বিশাল জাভেরি, জায়েন্দ্র জাভেরি, হীতেশ ভবিশ এবং গাড়ির চালক জ্যোতি স্বামী। ধৃতরা সোনা ও হীরের ব্যবসায়ী। পুলিশ জানিয়েছে, আন্ধেরির কাছে জুহু-বারসোভা লিঙ্ক রোডের নাকাবন্দির কাছে একটি সন্দেহজনক গাড়ি দেখতে পায় পুলিশ। ওই গাড়ি থেকেই ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া পুরো টাকাটাই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

## অন্ধ্রপ্রদেশেব উদ্ধার বেহিসেবি ৪.৪ লক্ষ টাকা, ধৃত ৪ ব্যক্তি

**মাছিলিপতনম, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স)।।** অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় নতুন ২০০০ টাকার নোটে উদ্ধার করা হল বেহিসেবি ৪.৪ লক্ষ টাকা। শনিবার সকালে গামপ্লাগুদেম মণ্ডলের গোসাভদু গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ এই বেহিসেবি টাকা। গামপ্লাগুদেম-এর সাব ইন্সপেক্টর পি শিবা রামা কৃষ্ণা জানিয়েছেন, চার ব্যক্তির কাছে বিপুল পরিমাণ নগদের উৎস জানতে চাওয়া হলে তারা ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এরপরই নতুন ২০০০ টাকার নোটে উদ্ধার করা হয় বেহিসেবি ৪.৪ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে চার ব্যক্তিকে। এই ঘটনার যাবতীয় তদন্ত করবে আয়কর দফতর।

## প্রকাশ্যে আনুন মোদির দুর্নীতির প্রমান রাহুলকে খোঁচা কেজরিওয়ালের

**নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** অনেক হল, এবার অন্তত দুর্নীতির প্রমান সামনে আনুন।' টুইট করে কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধিকে এই ভাষাতেই খোঁচা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

দিন তিনেক াগেই প্রধানমন্ত্রীকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। হুঁশিয়ারি দিয়ে কংগ্রেস সহ-সভাপতি বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার প্রমাণ রয়েছে তাঁর হাতে। সেই রাহুল গান্ধিকেই এদিন টুইট করে খোঁচা দিলেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার টুইটারে কেজরিওয়াল লিখেছেন, রাহুল জি, আর কবে মোদির ব্যক্তিগত দুর্নীতির কথা প্রকাশ্যে আনবেন?' শুক্রবারই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন রাহুল গান্ধি। কৃষকদের ঋণ মকুব করার প্রস্তাব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দ্বারস্থ হন কংগ্রেস সহ-সভাপতি। মিনিট পাঁচেক ধরে স্থায়ী হয় বৈঠক।

## এবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের পা ভেঙে দেওয়ার হুমকি তৃণমূল নেতার

**বর্ধমান, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** এবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক দিলীপ ঘোষের পা ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিলেন ভাতার ব্লকের তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাতারের এক জনসভায় দাঁড়িয়ে দিলীপ ঘোষের পা ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারির পাশাপাশি তিনি বলেন, বিজেপির বুকে সাহস থাকলে ভাতারে একটা সভা করে দেখাক। দিলীপ ঘোষ এখানে এলে পা দুটো ভেঙে ভাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হবে। ওর এত বড় স্পর্ধা যে আমাদের নেত্রীকে অসম্মানি করে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিল। দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এহেন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও। বিজেপির বর্ধমান জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দী পাল্টা বলেন, বামপন্থীদের দেখানো পথেই মুখ্যমন্ত্রী হাঁটছেন। সেকারণে সিপিএমের মতো তাদেরকেও সাধারণ মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দেব। আজ মানুষ ভুজতে পারছে বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে ঢিল ছোঁড়ার জন্যই ইমাম ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

## হাওড়ার ফ্ল্যাটে আগুন, জখম ২

**হাওড়া, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** শুক্রবার রাতে একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগার ঘটনায় এক শিশুসহ দুজন জখম হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে, হাওড়ার দীনবন্ধু কলেজের কাছে একটি ফ্ল্যাটে। দমকল ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত ৮টা নাগাদ ফ্ল্যাটটিতে আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দমকলের ছটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওই ফ্ল্যাটটি চারতলা। প্রথমে ফ্ল্যাটের তিনতলায় আগুন লাগে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও কাজ কিছু হয়নি। এরপর চারতলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। সিলিন্ডার ফেটে ওই ফ্ল্যাটে আগুন লাগে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান।

সোমবার আগরতলা নবীন আইনজীবীদের বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি সুভাশিষ তলাপাত্র। ছবি নিজস্ব।

## বন্ধ হয়ে গেল জেলার সারদা জুটমিল, কর্মহীন এক হাজার শ্রমিক

**বহরমপুর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স)।।** বন্ধ হয়ে গেল সারদা জুটমিল। শনিবার সকালে মিলে সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নেটিস ঝুলিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। এরফলে কর্মহীন হয়ে পড়লেন মিলের এক হাজার শ্রমিকয। সকালে কাজে সে গেট বন্ধ দেখার পর ক্ষোভে ফেটে পেড়েন শ্রমিকরা। প্রতিবাদে স্থানীয় আমতলা এলাকায় বহরমপুর-লালবাগ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। এক ঘন্টা বিক্ষোভ চলার পর মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। অবশেষে সমস্যা সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন মিল শ্রমিকরা। জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের সব থেকে বড় জুট মিল হিসাবে পরিচিত জিয়াগঞ্জের ফুলবাগানের সারদা জুলি মিল। এক হাজার শ্রমিক কাজ করত এই মিলে। সম্প্রতি মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের বেতন নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। গত মঙ্গলবার শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে কোনও সমাধান না করে কর্তৃপক্ষ আলোচনা বাতিল চলে যায় বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। শ্রমিকদের অভিযোগ, কম দামী কাঁচা মাল দিয়ে কাজ চলছিল মিলে। তাতে উৎপাদনে ঘাটতি হচ্ছিল। আমরা সেই বিষয় কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়েছি।

## হেনরি ডিরোজিও একাডেমিতে পতাকা দিবস

**আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** কুঞ্জবনস্থিত হেনরি ডিরোজিও একাডেমিতে গত ৭ই ডিসেম্বর ২০১৬ইং সামরিক পতাকা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয় সন্নিহিত জায়গাগুলোতে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এবং অভিভাবক অভিভাবিকাবৃন্দকে সামরিক পতাকা পরিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এই সংগৃহীত অর্থ রাজ্য এন এস এস সেলে জমা দেওয়া হয়।

# সব রোগীর খাবার পেঁপে

যাদের ডায়াবেটিস আছে, তাদের জন্য মিষ্টি খাওয়া হারাম। যে কোনো রকম সুগারজাত খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার নিষেধাজালে আটকা পড়েন তারা। তাই বেশিরভাগ সময় মুখের ক্ষুদা মেটাতে তাদের খেয়ে হয় পানসে বিস্কুট। ফল খেতে পারেন না যদি আবার মিষ্টি হয়, তবেই ত সেরেছে। কিন্তু অত্যন্ত সহজলভ্য একটি ফল পেঁপে, যা মিষ্টি হলেও ডায়াবেটিস রোগীরা খেতে পারেন। এমন আরো নানা গুণ আছে দেশীয় এই ফলের। আসুন জেনে নেয়া যাক তেমনই কিছু গুণ--- আমাদের দেশে নানারকম ফল পাওয়া যায়। তার মধ্যে পেঁপে অন্যতম। পেঁপের রয়েছে নানা গুণ। যাদের পেটে গোলমাল দেখা দেয় তারা পেঁপে খেতে পারেন। অন্যান্য ফলের তুলনায় পে ঁপেতে ক্যারোটিন অনেক বেশি থাকে। কিন্তু ক্যালরির পরিমাণ বেশ কম থাকায় যারা মেদ সমস্যায় ভুগেছেন তারা পেঁপে খেতে পারেন অনায়াসে। এই ফলে প্রচুর ভিটামিন এ ও সি আছে। চোখের সমস্যা বা সর্দিকাশির সমস্যা থাকলে পেঁপে খেতে পারেন, কাজে দেবে। যারা হজমের সমস্যায় ভুগেন তারা পেঁপে খেলে উপকার পাবেন। এই ফলে কোনো ক্ষতিকর উপাদান নেই। পেঁপেতে আছে পটাশিয়াম। তাই এই ফল রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। পাশপাশি হাইপারটেনশন কমায় অনেকখানি। শরীরে থাকা বিভিন্ন ক্ষতিকারক কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দেয় পেঁপে। তাই নিয়মিত পেঁপে খেলে হৃদযন্ত্রের নানা সমস্যা যেমন হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। যাদের কানে ঘন ঘন ইনফেকশন হয় তারা পেঁপে খেয়ে দেখতে পারেন, উপকার পাবেন। পেঁপে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল, তাই ত্বকের লাবণ্য ও উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক র াখে। এছাড়া পেঁপে আরো নানা গুণের অধিকারী। ১০০ গ্রাম পাকা পে ঁপের পুষ্টিগুণ রয়েছে প্রোটিন ০.৬ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৩২ কিলো ক্যালরি, ভিটামিন সি ৫৭ মিলিগ্রাম, ৬৯ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৫ মিলিগ্রাম।

# বুকেও জমে মেদ

জানা গেছে, ২০৫০ সালে গিয়ে সে দেশের ৬ শতাংশ পুরুষ, ৫০ শতাংশ মহিলা এবং ২৫ শতাংশ শিশু চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্থূলকায় বলে যাদেদর, সে রকম হয়ে যাবে। এরকম হলে টাইপ টু ডায়াবেটিসে আক্রান্তের ৭০ শতাংশ বেড়ে যাবে স্ট্রোক হওয়া বাড়বে ৩০ শতাংশ, ক্যারোনারি ডিজিজ তথা হার্টের রোগ বাড়বে ২০ শতাংশ। কিছু কিছু গোত্রের ক্যান্সারও বাড়বে। নানা ধরনের রোগ ভোগ গেলেই থাকবে আর এসব রোগ ভোগের শুশ্রুষায় দেশের তহবিল থেকে তিন লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা প্রতি বছর খরচ হ য়ে যেতে থাকবে। এখন গোটা দেশের স্বাস্থ্য সেবা খাতে যে টাকা খরচ হ য়, তার অর্ধেকেরও বেশি এই ৪৫৫ কোটি পাউন্ড পরিমাণটা। অস্বাস্থ্যকর ফাস্টফুড, চিপস টিপস, পিজা, বার্গার সহ নানা ধরনের ঝালনোনতা জিভে জল আনা খাবার দাবার, কোথাও যেতে হলে বা বাড়ির বাইরে পা র াখতে না রাখতেই গাড়িতেই চেপে বসা এসব কারণেই মেদ জমে জমে স্থূল হচ্ছে মানুষ। শুধু পেটে নয়, বুকেও জমেছে মেদ। এমন মুটিয়ে যাচ্ছে যে এসব রোগাক্রান্ত মানুষ পরিবহনের জন্য আলাদা ধরনের অ্যাম্বুলেন্স বানাতে হচ্ছে। পাঁচটন পর্যন্ত ওজন বহন করতে পারে এমন একেকটি এই অ্যাম্বুলেন্স বানাতে খরচ পড়বে ৭২ লক্ষ টাকা। জানা গেছে, অতি সুগার, অতি লবণ এবং বিপজ্জনক ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার দাবারের দামও কম। ১৫ বছর ধরে ফল, শাকসবজির দাম ক্রমাগত বেড়েই গিয়েছে। অস্বাস্থ্যকর খাবার দাবার বিক্রি বিপণেও কোথাও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। খাবার দাবারের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর উপাদান পুরে দেয়া রুখতেও কোনো উদ্যোগ নেই। লোভের বশে মানুষ জেনেও শুনে বিষ গলাঃধকরণ করছে।

# মস্তিষ্কের ভালো রাখবে দুধ

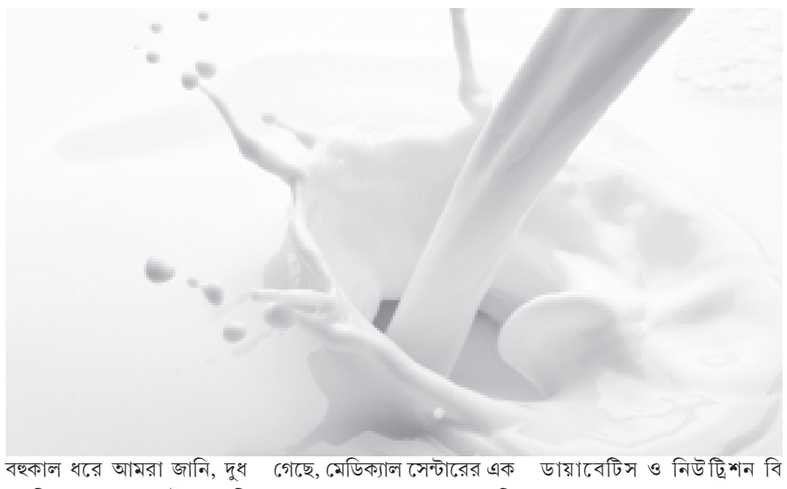

বহুকাল ধরে আমরা জানি, দুধ প্রোটিনের জন্য ভালো উৎস। এটি স্বাস্থ্যকর হাড় তৈরিতে সাহায্য করে। শিশুদের বৃদ্ধির সময় প্রাথমিক এবং প্রধান খাদ্য ি হসেবে দুধকে ধরা হয়। তবে যখন আমরা পূর্ণ বয়স্ক হ ই, তখন যেন দুধ তার গুরুত্ব হারায়। শিশু বয়সে দুধ খেলেও বড় হওয়ার পর দুধ খাওয়া যেন একদমই বুলে যাই আ মরা। সম্প্রতি একটি গবেষণায় ব লা হয় দুধ প্রাপ্ত ব য়স্কদের মস্তিষ্কের কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব পূর্ণ ভূ মিকা রাখে। জানা গেছে, মেডিক্যাল সেন্টারের এক দল গবেষক গবেষণা কাজটি পরিচালনা করেন। গবে ষণার ফলাফল প্রকাশ হয় যুক্তরাষ্ট্রের জার্নাল অব ক্লি নিক্যাল ি নউট্রিশনে. গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, দুধ খাওয়ার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের মস্তিষ্কে স্বাভাবিকভাবে তৈরি হওয়া অ্যান্টি অক্সিডেন্টে গ্লুটাথায়নের সম্পর্ক র য়েছে। দুধ খাওয়া মস্তিষ্কের কাজকেক ত্বরান্বিত করতে কাজ করে। কেই মেডিক্যাল সেন্টারের ডায়াবেটিস ও নিউট্রিশন বি ভাগের চেয়ারম্যান এবং গবেষণাটির দেহ লেখক জানান, আমরা জানি দুধ হাড়ের গঠন এবং পেশির গঠনের জন্য কার্যকর। গবেষণায় দেখা গেছে, দুধ মস্তিষ্কের জন্যও স মানভাবে কাজ করে। গবেষণাটিতে অংশ নেন ৬০ জন। একটি শক্তিশালী অ্যান্ট অক্সিডেন্ট গবেষণায় দেখা যায়, দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের মস্তিষ্কে গ্লুটাথায়নের পরিমাণ বেড়ে যায়। গ্লুটাথায়ন মস্তিষ্কের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রতিহত করে এবং মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিপাকীয় প্রক্রিয়ার দ্বসময় প্রতিক্রিয়াশীল রাসায়নিক যৌগ থেকে মস্তিষ্কের যে ক্ষতি হয়, তা প্রতিহত করতে কাজ করে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের ফলে মস্তিষ্কের অ্যালঝেইমার, পারকিনসন ইত্যাদি রোগ হয়। নিয়মিত দুধ খাওয়া স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও কাজ করে। দুধ না খাওয়ার ফলে গাড়িতে যেমন জং ধরে মস্তিষ্কেও তেমনি জং ধরে যায়, মস্তিষ্কে আর ঠিকমতো কাজ করে না। এর ফলে এক পর্যায়ে মস্তিষ্কের ক্ষতি হয় বলে জানা গেছে। তাই প্রতিদিন তিন কাপ দুধ খাওয়ার পরামর্স দেন তিনি। তিনি বলেন, দুধখাওয়ার পলে গ্লুটাথায়নের নিঃসরণের পরিমাণে বেড়ে যায় যা বয়স্কদের জন্য খুবই ভালো। গবেষণাটির আরেকজন সহ লেখক ইন ইয়ং চই বলেন, যদি আপনি দুধ খাওয়াকে আপনার দৈনন্দিন জীবনের খাদ্যাভ্যাসে পরিণত করতে পারেন, তাহলে এটি মস্তিষ্কের বড় সমস্যাগুলো প্রতিহত করতে দারুণভাবে কাজ করবে। তবে শা রীরিক অন্য কোনো সমস্যা থাকলে পুষ্টিবিদের পরামর্শ সাপেক্ষেই দুধ পান করা ভালো।

# কেন আপনার হাত সবসময় ঠাণ্ডা হয়ে থাকে

শীতকালে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে হাতমোজা ছাড়া বাইরে বের হলে তো হাত ঠাণ্ডা হবেই। কিন্তু কারও কারও হাত সারা বছরই হয়ে থাকে ঠাণ্ডা বরফ। কেন এই সমস্যাটা হয়? এটা কী নিরীহ কিছু, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রোগ দায়ী? এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য দেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হসপটিালে কর্মরত ডাক্তার লুৎফুন্নাহার নিবিড়। জেনে নিন সারা বছর হাত ঠাণ্ডা হয়ে থাকার কিছু কারণ -রেনড'স সিনড্রোমএই শারীরিক জটিলতার কারণে হাত পায়ের আঙ্গুল ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে পারে। আঙ্গুল রক্তনালিকা সংকুচিত হবার কারণে হাত ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। অনেক সময়ে হাত রক্তশূন্য সাদা দেখাতে পারে, হাত পড়ে ঠাণ্ডা, অনুভূতিশূন্য এমনকি হাত ব্যাথাও করতে পারে। সাধারণত ঠাণ্ডা জিনিস স্পর্শ না করা, হাত গরম কাপড়ে ঢেকে রাখা এবং মানসিক চাপ এড়িয়ে চলাটা এক্ষেত্রে সহায়ক। হাইপোথাইরয়েডিজমথাইরয়েড গ্ল্যান্ডে কোণ সমস্যা থাকলে হাত ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ থাইরয়েড শরীরের থার্মোস্ট্যাট হিসেবে কাজ করে। থাইরয়েড যদি যথেষ্ট কর্মক্ষম না থাকে তাহলে হাত ঠাণ্ডা হয়ে থাকার পাশাপাশি ক্লান্তি, কোষ্ঠকাঠিন্য, ওজন বাড়াসহ সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে। নারীদের মাঝে এবং ৫০ বছরের বেশী বয়সী মানুষের মাঝে হাইপোথাইরয়েডিজম বেশি দেখা যায়। রক্ত সরবরাহে সমস্যাসারা শরীরে রক্ত সরবরাহে কোন সমস্যা থাকলে তখন হাত ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে পারে। হাত-পায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরান না হলে তখন আঙ্গুল ঠাণ্ডা হয়ে যায়, অসাড় হয়ে যায় কারণ হৃদযন্ত্র থেকে আঙ্গুলগুলোই সবচাইতে বেশি দূরে অবস্থিত। অ্যানিমিয়াশীরে যথেষ্ট লোহিত রক্তকণিকা না থাকলে অথবা রক্তে যথেষ্ট হিমোগ্লোবিন না থাকলে অ্যানিমিয়া রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। এর কারণে শরীর অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায়। যথেষ্ট আয়রন না খেলে, কোনো কারণে রক্তক্ষরণ হলে, কিছু ক্যান্সারের কারণে এবং হজমগত কিছু সমস্যার কারণে অ্যানিমিয়া হতে পারে। ঠাণ্ডা আঙ্গুলের পাশাপাশি দেখা যায় ক্লান্তি, ক মাথাব্যাথা, মাথা ঘোরা এবং ফ্যাকাশে ত্বক। সাধারণত আয়রন সাপ্লিমেন্ট খেলে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। ভিটামিন বি১২ এর অভাবভিটামিন বি১২ সমৃদ্ধ মাংস, ডিম, দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার না খেলে শরীরে লোহিত রক্তকণিকার অভাব হতে পারে। যারা ভেজিটেরিয়ান বা ভেগান তাদের এই সমস্যা হতে পারে। অনেকের আবার বার্ধক্যে এই ভিটামিন শরীরে শোষন করার ক্ষমতা কমে যেতে পারে। এতে অ্যানিমিয়া দেখা যায় এবং এ থেকে হয় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে থাকার সমস্যাটি। সাধারণত একটি রক্ত পরীক্ষা থেকে বের করা যায় আপনার এই সমস্যা আছে কিনা। নিম্ন রক্তচাপহাইপোটেশন অথবা রক্তচাপ কম হবার কারণেও হাত-পা ঠাণ্ডা থাকতে পারে। ডিহাইড্রেশন, রক্তক্ষরণ, কিছু ওষুধ এবং এন্ডোক্রাইন ডিজিজের কারণে এটা হতে পারে। ধুমপান ধূমপান যে আরও অনেক কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তা আমরা জানি। হাতপায়ের ঠাণ্ডাভাবের জন্যও এটা দায়ী হতে পারে।

নিকোটিন রক্তনালিকাগুলোকে সংকুচিত করে ফেলে। এছাড়া আর্টারি আটকে ফেলার জন্যও এটা দায়ী। এই দুই কারণে হাত-পায়ের আঙ্গুল ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে পারে। মানসিক চাপ এবং দুশ্চিন্তাসাহিত্যে প্রায়ই আমরা পড়ে থাকি ভয়ে বা আতংকে হাত -পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার কথা। এটা আসলেই সত্যি। দীর্ঘ সময় স্ট্রেস অথবা অ্যাংজাইটির মধ্যে থাকলে শরীরে অ্যাড্রেনালিন বেড়ে যায়, ফলে আঙ্গুলের রক্তনালিকা সংকুচিত হয় এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়। স্ট্রেস কমিয়ে কমিয়ে আনতে পারলে এই সমস্যা কমানো যায়।

# ডায়েটে উজ্জ্বল ত্বক

কথায় বলে মুখ মনের আয়না। তেমনভাবেই সত্যি, মুখ শরীরেরও আয়না। আহার যদি সঠিক এবং সুষম হয়, তাহলে তার প্রভাব শরীরে পড়বেই। আবার শরীর যতই সুস্থ, সবল, নীরোগ হবে, মুখে তার ছাপ পড়েই। অর্থাৎ সুস্থ থাকতে হবে ভিতর থেকে।

আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত সংবেধনশীল অঙ্গ ত্বক। বিভিন্ন মানুষই নানা সময়ে এই ত্বক সংক্রান্ত নানা সমস্যায় ভোগেন। তাই ত্বক সুস্থ রাখতে হলে কেবলমাত্র বাইরে থেকে পরিচর্যাই যথেষ্ট নয়। যতই ফেসিয়াল করুন, প্যাক লাগান বা অ্যান্টি ব্লেমিশ ট্রিটমেন্ট, হেয়ার স্পা, করুন, সুস্থ থাকতে হবে ভিতর থেকে। তার জন্য দরকার প্রপার ব্যালেন্সড ডায়েট প্ল্যান। চকচকে চুল আর ঝকঝকে ত্বক পেতে সঠিক ডায়েট চার্ট মানতেই হবে। অভ্যন্তরীণ পুষ্টির জন্য যা দরকার— রোজের ডায়েট চার্টে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, মিনারেল, ক্যালশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, আয়রন থাকতে হবে সবই। কিন্তু ঠিক কি কি খাবেন, কোন খাবেন না জানতে হবে নিয়মমাফিক।

কেমন ধরনের হেলদি খাবার খেলে ত্বক ভালো থাকবে— এই প্রশ্ন সবার মনেই আসতে পারে। তাই আলোচনার প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো, সহজ একটা টিপস। ভিটামিন এ সি এবং ই সমৃদ্ধ খাবার খান। এই ধরনের কাবার স্কিন ড্যামেজ, সেল ড্যামেজ, সান ড্যামেজ, রোধ করে ত্বক সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিন প্রচুর শাক সবজি আর জল খাবেন। ত্বক আপনিই ভালো থাকবে। শীতের সিজনে কমলালেবু, সবেদা অপ্রতুল। রোজ ১-২ টা খান। শরীরে ভিটামিন সি এর ঘাটতি পূরণ করবে এই সাইট্রাস জাতীয় ফল।

জলীয় সবজি, যেমন লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, পটল, যতটা সম্ভব সবুজ শাকসবজি উচ্ছে, করলা, নিমপাতা জাতীয় তেতো খান বেশি করে।

এখন পালংশাক ও ধনেপাতা পাওয়া যাচ্ছে খুব। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ভিটামিন-এ ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন কে সমৃদ্ধ ধনেপাতা শরীরে নানা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এছাড়া ডায়াটারি ফাইবার আয়রন এবং ম্যাগনেশিয়ামেরও উৎস ধনেপাতা। ত্বকের নানা সমস্যা ও রুক্ষতাকে সাহাতে জ্বর, সর্দির মতো সিজন চেঞ্জের সমস্যা কমাতে, এর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট শরীরে রোগ প্রতিরোধক শক্তি বাড়ায়। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে নিয়ম করেকাঁচা ক্যাপশিকাম খান। প্রচুর ভিটামিন সি পাবেন এতে।

সিজনের নানা সবজি মেথি শাক, মুলো, গাজর বাঁধাকপি, সজনে ভুট্টা, শিম ঢেঁড়শ, রোজ কান। টমটো জাতীয় সবজি যা থেকে আমরা বিভিন্ন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট পাই এগুলি ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার (মাছ, সাইট্রাস সমৃদ্ধ ফল), ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রচুর পরিমাণে মাছ রাখতে হবে। তবে বড় চর্বিযুক্ত মাছ নয়, বরং ছোট জ্যান্ত মাছ খান। হার্টের জন্যও ফিশ অয়েল খুবই উপকারী। প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে যার মাধ্যমে শরীরের যাবতীয় দূষিত পদার্থ বা টক্সিন বেরিয়ে ত্বক উজ্জ্বল করে তোলে। সারাদিনে অন্তত দুলিটার জল খাওয়ার চেষ্টা করুন। পর্যাপ্ত জল খাওয়ার ফলে শরীরের ভিতরের টক্সিন বেরিয়ে গিয়ে ত্বকের ক্লান্তি কাটে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অনেকেই আছেন যারা জল বেশি করে খেতে পারেন না। সেক্ষেত্রে জলীয় ফল— শশা তরমজু, লেবু, সবেদা আঙুর খান। বাড়িতে তৈরি ফলের রস, ডাবের জল খান। এড়িয়ে চলুন বাইরের কাটা ফল জল সরবত। তবে ডায়াবেটিস থাকলে ফল খাওয়ার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে।

তাছাড়া হাইপ্রেশার, হার্টের সমস্যা বা কিডনির সমস্যা থাকলেও ঠিকমতো নিয়ম মেনে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। অফিসে কাজের চাপ মানেই বার কয়েক চা কফি খান। ফল অনিদ্রা, মাথা ব্যথা, ত্বক শুকিয়ে যাওয়া, চোখের নিচে কালি। এক কথায় আপনাকে অনুজ্জ্বল দেখাবে। বাদ দিন ঠান্ডাপানীয় চা কফি, ধূমপান এবং অ্যালকোহল। ইন্টারভ্যালে খান পুষ্টিকর খাবার। এতে অনেক ক্লান্তি কাটাবে। এনার্জিটিক থাকবেন সারাদিন। ত্বকেও তার প্রভাব পড়বে।

অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, মটর, রাজমা ইত্যাদি খোসাসুদ্ধ খাবারে ভিটামিন সি থাকে। এগুলি শরীরের জন্য খুব ভালো। প্রতিদিন সকালে এক মুঠো কাঁচা ছোলা এক গাঁট কাঁচা হলুদ এক টুকরো কাঁচা আদা খান। লিভার ভালো থাকবে, ত্বকও উজ্জ্বল হবে। সম্ভব হলে রোজ সকালে দু-একটা নিমপাতা চিবিয়ে খান। রক্তশোধন করতে সাহায্য করবে। রোজ ২টো ভিজানো আমন্ড খেলেও ত্বক ভালো থাকে।

এখন ক্রেজ হয়ে গেছে ফাস্টফুট খাওয়া। চটপট হয়ে যায়, রান্নার জামেলা না থাকায় যখন খুশি খিদে পেলেই হাতে একটা রোল , পিজা, প্যাস্ট্রি বা প্যাটিস তুলে নেওয়া সহজ হয়ে গেছে। অথচ এই রেডিফুড আর ফাস্টপুডের পাল্লায় পড়ে শরীরের হাল বেহাল হচ্ছে, ত্বকও তার মাশুল দিচ্ছে। ফাস্টফুড ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অত্যধিক বেশি থাকে। পেস্ট্রির ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে হতে পারে হার্টের সমস্যা। নিয়মিত এসব খাওয়ার অভ্যাসে বাড়ছে শিশুদের মধ্যে ওবেসিটি, পেটের সমস্যা। প্রিজারভেশন ঠিকঠাক না হলে ফাস্টফুড খাওয়ায় হতে পারে কিডনির সমস্যাও। আর এসব রোগের ফল ত্বকে ছোপ পড়া। রুক্ষ, অনুজ্জ্বল,ক্লান্ত ত্বক অসুস্থ রোগাক্রান্ত শরীরেরই প্রতিচ্ছবি।

এতসব সমস্যায় একটাই সমাধান। ঘরোয়া পুষ্টিকর খাবার খাওয়া। কে বলেছে, ঘরে তৈরি খাবার সুস্বাদু হবে না? পনির সবজি, ডিম বা চিকেন দিয়ে আটা ব্রেড সহ বানান হোমমেড স্যান্ডউইচ বা প্যাটিস। চাউ এর পরিমাণ কম দিয়ে অল্প তেলে নাড়িয়ে সবজি বেশি দিয়ে বানিয়ে দিন চাউমিন। খেতেও ভালো, পুষ্টিকরও। ডালিয়া নোনতা সুজি, ওটসের পোলাও, রুটি দিয়ে বানানো ঘরোয়া রোল, সয়াবিনের আটার রুটি— এতে ভিটামিন, প্রোটিনের ভাগও বেশি, স্বাদও বেশি। আপনার প্রিয়জনের মুখে তুলে দিতে পারবেন নিশ্চিন্তে। পুষ্টিতে ভরপুর এসব খাবারে ত্বকও পাবে যথাযথ পুষ্টি। হয়ে উঠবে ঝকঝকে।

ময়দার তৈরি খাবারের বদলে ভুসিযুক্ত আটার রুটি, খোসাসুদ্ধ ডাল, ওটস, কর্নফ্লেক্স খান। এর ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবে যার ফলে ত্বক উজ্জ্বল থাকবে।

অ্যাসিডিটি থাকলে ত্বক এবং দাঁত খারাপ হয়। তাই অ্যাসিডিটি থাকলে ঠান্ডা দুধ খান। ঠান্ডা দুধে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে যা অ্যাসিডিটির সম্ভাবনা কমায়।

শেষে বলি অবসাদ থেকে দূরে থাকুন। মানসিক চাপ শরীরে যেমন সমস্যা তৈরি করে তেমন মুখেও তার ছাপ ফেলে। তাই যতটা সম্ভব স্ট্রেস ফ্রি (তেল মশলাবিহীন বা কম, জাঙ্কফুড ছাড়া) খাবার খান। ডায়েট করা মানে না খেয়ে থাকা নয়। বরং আপনার শরীর বুঝে ব্যালান্সড খাবার খাওয়াই হল প্রপার ডায়েট। জল খান নিয়ম করে। আর হ্যাঁ, সারাদিনে খাবারের মধ্যে গ্যাপটা যেন তিন সাড়ে তিন ঘন্টার বেশি না হয়, খেয়াল রাখবেন।

# শারীরিক সমস্যা সমাধান করবে প্রতিদিন ১টি গাজর

সুস্বাদু ও পুষ্টিকর শাক সবজির মধ্যে অন্যতম সবজি গাজর। গাজর ভিটামিন ও মিনারেল যেমন থায়ামিন, নিয়াসিন, ভিটামিন বি ৬, ফলেইট এবং ম্যাঙ্গানিজ ভরপুর একটি সবজি যা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি জরুরি। এছাড়াও গাজরে আছে ফাইবার ভিটামিন এ ভিটামিন সি, ভিটামিন কে ও পটাশিয়াম। অর্থাৎ আমাদের দেহকে সুস্থ সবল র াখতে যে সব ভিটামিন ও মিনারেলস দরকার তার সবই রয়েছে এই গাজরে। গাজরকে সেকারণে বলা হয় স ুপারফুড শুরু তাই নয়, গাজরের রয়েচে ৬টি মারাত্মক শারীরিক সমস্যা সমাধানের ধারুণ ক্ষমতা।

লিভার সুস্থ রাখে—

গাজর একটি টক্সিন মুক্তিকারী খাবার হিসেবে পরিচিত। এধরনের খাদ্য লিভার সুস্থ র াখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। গাজর লিভারকে পরিষ্কার করে। লিভার জনিত সকল ধরনের রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে। গাজর লিভারে জমে থাকা মেদ দূর করে লিভার জনিত নানা সমস্যা দূরে রাখে।

কার্ডিওভাস্কুলার রোগ প্রতিরোধ—

গবেষণায় দেখা যায়, যারা কোলেস্টোরলের সমস্যায় ভোগেন তারা যদি প্রতিদিন ১টি করে গাজর খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন তবে কোলেস্টোরলজনিত বেশিরভাগ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কারণ গাজরে রয়েছে আলফা ক্যারোটিন, বিটা ক্যারোটিন ও লুটেইন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা কোলেস্টোরলের বিরুদ্ধে কাজ করে ও হৃৎপিন্ডকে সুস্থ রাখে। এছাড়াও গাজরে বিদ্যমান ফাইবার দেহের খারাপ কোলেস্টোরল শুষে নেয়। এতে দেহে কোলেস্টোরলের মাত্রা ঠিক থাকে এবং হৃৎপিন্ডকে কোলেস্টোরলজনিত প্রায় সকল ধরনের রোগ থেকে বাঁচায়।

চোখের সুরক্ষায় কাজ করে— গাজরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ। ভিটামিন এ চোখের স ুরক্ষায় কাজ করে। এছাড়াও গাজরের বিটা ক্যারোটিন লিভারে ভিটামিন এ তে পরিণত হয় যা সরাসরি রেটিনায় পৌঁছায়। যা রেটিনা থেকে রডোস্পিনে পৌঁছে যায়। রডোস্পিন একটি হালকা বেগুনী রঙের পিগম্যান্ট যা রাতের বেলায় আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। সুতরাং গাজর রাতকানা রোগ থেকে আমাদের মুক্ত রাখে।

ক্যান্সার প্রতিরোধ করে--- গবেষণায় দেখা যায় গাজরের মধ্যে রয়েছে ফুসফুস স্তন ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। ফ্যালক্যারিওনল দুটি ক্যান্সার প্রতিরোধী যৌগ যা দেহে ক্যান্সার কোষ বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে। গাজরে এই দুটি যৌগ যা দেহে ক্যান্সার কোষ বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে। গাজরে এই দুটি যৌগ প্রাকৃতিক ভাবেই রয়েছে। প্রতিদিন গাজর খাওয়ার অভ্যাস দেহকে ভেতর থেকে ক্যান্সার প্রতিরোধী করে গড়ে তুলে। এছাড়া গাজর চামড়ার ক্যান্সারও প্রতিরোধ করে। গবেষকদের মতে যারা নিয়মিত গাজর খান তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ চামড়ার ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যান।এছাড়া গাজর চামড়ার ক্যান্সারও প্রতিরোধ করে। গবেষকদের মতে যারা নিয়মিত গাজর খান তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ চামড়ার ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যান। বয়সের ছাপ দূর করে— গাজরে বিদ্যমান বিটা ক্যারোটিন ত্বকের ক্ষতিপূরণ করে এবং ত্বকের টিস্যু নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। বিটা ক্যারোটিন খুব ভালো একটি অ্যান্টিএজিং উপাদান যা ত্বকের বয়সজনিত দাগ ও রিঙ্কেল দূর করে। গাজর খেলে ত্বকে বয়সের ছাপ ধীরগতিতে আসে। গবেষকদের মতে সপ্তাহে ৬টি গাজর ত্বক থেকে বয়সের ছাপ দূর করতে বিশেষভাবে কার্যকরী। দাতের সুরক্ষা করে--- চোখের পাসাপাশি দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষায় গাজরের গুরুত্ব অনেক বেশি। গাজর খেলে দাঁত পরিষ্কার হয়। দাঁতে জমে থাকা প্লাক দূর হয়। ডাক্তাররা বলেন গাজর খাওয়ার সময় আমাদের মুখে স্যালাইভার নিঃসরণ ঘটে যা মুখের ভেতর অ্যাসিডের ভারসাম্য বজায় রাখে। এতে করে দাঁত ক্ষয়ের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতিদিন একটি করে গাজর খাওয়ার অভ্যাস দাঁতের মাড়ি ও দাঁতের সুরক্ষায় কাজ করে।

# দেশ/বিদেশ/রাজ্য

## পেরুতে ৫.১ মাত্রার ভূমিকম্প

**লিমা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** সোমবার পেরুতে ৫.১ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং কোনো সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানায়, শবিনার দুপুরে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভূমিকম্পটি প্যারামংগা শহর থেকে ১০৯ কিলোমিটার পশ্চিমে আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার গভীরে।

## পিতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন শিক্ষকরা, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের

**কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সুখবর। এবার থেকে পিতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন শিক্ষকরা। শনিবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে উচ্চশিক্ষা দফতর ঘোষণা করেছে, এবার থেকে পিতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন শিক্ষকরা। মোট ৩০ দিনের ছুটি পাওয়া যাবে এবং তা নেওয়া যাবে সন্তানের ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত। তবে, প্রথম দু'জন সন্তানের জন্যই এই ছুটি পাবেন তাঁরা। গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিক্ষকরাও এবার থেকে এই ছুটি পাবেন বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর।

## আঙুলের চাপ দিলেই মিলবে বিমানবন্দরে ঢোকার ছাড়পত্র

**নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** বিমান বন্দরে ঢোকার জন্য গোটা দেশেই শীঘ্রই চালু হচ্ছে বায়োমেট্রিক স্ক্রিনিং। অর্থাৎ আঙুলের ছাপ দিলেই মিলবে বিমানবন্দরে ঢোকার ছাড়পত্র। হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে এই ব্যবস্থা। এতদিন বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে গেলে টিকি ও পরিচয়পত্র দেখাতে হতো। এবার তার আর প্রয়োজন হবে না। আধার কার্ডের তথ্য এবার কাজে লাগানো হবে বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে।

# আপাতত সুস্থ করুণানিধি হাসপাতালে গেলেন রাহুল গান্ধি

**নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** আপাতত সুস্থ রয়েছেন ডিএমকে প্রদান এম করুণানিধি। চেন্নাইয়ের কাবেরী হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে প্রিয় নায়ক রজনীকান্তের ছবি দেখেছেন তিনি।

শনিবার তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধিকে দেখতে হাসপাতালে যান কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাহুল বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সুস্বাস্থ্যকামনা করতে চেয়েছিলাম।

তিনি সেরে উঠছেন দেখে ভাল লাগল।' শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে বৃহস্পতিবার রাতে করুণানিধিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আপাতত সুস্থ রয়েছেন তিনি। দলীয় নেতারা জানিয়েছেন, এখন বসতেও পারছেন করুণানিধি।

শনিবার আগরতলায় আড়ালিয়াতে ৩৫তম রাজ্যভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ছবি - তথ্য দপ্তর।

# বাংলার বিভিন্ন এলাকায় বেড়েই চলছে সাম্প্রদায়িক হিংসা

**কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** রত্রাজ্য জুড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্রমশই খারাপের দিকেএগোচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দুটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। বীরভূমি জেলার মল্লারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়, বর্ধমানের কাটোয়া এবং হাওড়া জেলার ধূলাগড়ে মিলাদ-উন-নবীর পর থেকেই গোষ্ঠী সংঘর্ষ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। গন্ডগোলের সূত্রপাত চলতি মাসের ১২ তারিখ থেকে। বীরভূম জেলার রামপুরহাটের কাছে মল্লারপুরে মিলাদ-উন-নবী উপলক্ষ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা জোরপূর্বক বিভিন্ন স্থানে শোভাযাত্রা করতে চেয়েছিলেন। বিরোধিতা করেছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এরকপরই গন্ডগোল বেধে যায়। ঝামেলা এতটাই বড় আকার নেয় যে, দুষ্কৃতীরা পুলিশ চেকপোস্ট, পোস্ট অইফস ও স্থানীয় ঘর-বাড়িতে হামলা চালায়। বোমাবাজিরও অভিযোগ ওঠে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি জখম হন বেশ কিছু পুলিশ কর্মীও।

এরপরের দিনই বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার এলাকার দাসপাড়ায় একটি কালি মন্দিরে মৃত গরুর পা কেটে ফেলে দিয়ে চলে যায় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনাকে ঘিরেও গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। ঠিক একই ভাবে গত চারদিন ধরে উত্তপ্ত হাওড়া জেলার ধূলাগড়। ধূলাগড়ের দেওয়ান ঘাট, জয়রামপুর শিবতলা সহ বেশ কিছু এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে সাম্প্রদায়িক হিংসা। এখানও গন্ডুগোলের সূত্রপাত মিলাদ-উন-নবীর শোভাযাত্রাকে ঘিরে। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুনিয়ে দেওয়া হয় শতাধিক বাড়ি। পাশাপাশি চালানো হয় লুঠপাটও। ভয়ে-আতঙ্কে বহু মানুষ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় নামানো হয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স। এলাকায় জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এ ঘটনায় ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। শনিবার সকালেও ১৪৪ ধারা মোতায়েন করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, গত এক বছরে রাজ্যজুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা কমছে না, বরং আরও বেড়েই চলেছে।

# জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় তিনবন্ধুর মৃত্যু

**ফরাক্কা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** মদ্যপ অবস্থায় মোটর বাইক চালানোয় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন বন্ধুর। শুক্রবার গভীররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় বাকি দুই বন্ধুর। পুলিশ জানিয়েছে, ধুলিয়ানের ডাকবাংলা মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতদেরনাম প্রসন্ন সিংহ (১৮), লক্ষ্মী সিংহ (২০) ও সঞ্জয় সিংহ (২০)। এদের বাড়ি সুতিন থানার লালপুর। শুক্রবার গভীরাতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এক ধাবায় তিন বন্ধু মদ্যপান করে হেলমেট ছাড়াই গাড়ি চালিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ডাকবাংলা মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিদ্যুতের পোলে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রসন্ন সিংহের। জাতীয় সড়কে টহলদারির পুলিশ কর্মীরা দেখতে পেয়ে তাদের অনুপনগর হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতালে বাকি দুজনের মৃত্যু হয়।

# ঘুরতে এসে জলে ডুবে মারা গেল দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের তিন ছাত্র

**কোচি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স)।।** কলেজ থেকে ঘুরতে এসে জলে ডুবে মারা গেল এক রিসর্টের মালিকসহ দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের তিন ছাত্র। মৃত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে তৃতীয় বর্ষের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র অনুভব চন্দ্র ংবে আদিত্য প্যাটেল, প্রথম বর্ষের রসায়ন বিভাগের ছাত্র কেনেথ জন এবং বেনি নামের এক বেসরকারি রিসর্টের মালিক। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার কেরলের এর্নাকুলাম জেলার পানিইয়েলি পরু নামের পর্যটন কেন্দ্রে।

মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে পেরুমবাভুরের তালুক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অনুভব বিহারের এবং আদিত্য উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। কেনেথ জন কেরলেরই ওয়েয়ানাদের বাসিন্দা। কলেজ থেকে এগারো জনের একটি দল কেরলের এই পর্যটন কেন্দ্রে ঘুরতে এসেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জলের বিদ্যুৎতের ফাঁদেই তাঁদের মৃত্যু হয়।

# কোচবিহার মধুপুর ধাম পরিদর্শনে অসমের মুখ্যমন্ত্রী

**কোচবিহার, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** নব্য বৈষ্ণব বাদের অন্যতম প্রবক্তা শংকর দেবের সমাধি ক্ষেত্র মধুপুর ধামে এসে শংকর দেবকে শ্রদ্ধা জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দা সানোয়াল। শনিবার সকালে কোচবিহার শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে মধুপুর ধামে আসেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন অসম সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী নবকুমার দল সহ আটজন বিধায়ক ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন অসমের মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের সাথে মধুপুর ধামের উন্নয়ন নিয়ে ছোট একটি বৈঠকেও করেন। ইতিমধ্যে শংকর দেবের সি সমাধিক্ষেত্রের উন্নয়নে ১ কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে অসম সরকার। আরো উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন

মধুপুর ধামের সত্রাধিকারীর সাথে কথা বলেন ও এখানকার সমস্যা শোনেন। সমস্যা সমাধানের যতা সম্ভব চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দা সানোয়াল এই মধুপুর ধামের উন্নয়নের জন্য এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাছেও আপিল করেন। তিনি বলেন আমার বিশ্বাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুরোধ রাখবেন। এদিন তিনি বলেন কোচবিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সহযোগিতায় মহাপুরুষ শংকর দেবের ঐতিহ্য রক্ষা করার কাজ এগিয়ে যাবে।

## মুজাফফরনগরে পথ দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যু, আহত ৭

**মুজাফফরনগর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৭ জন। শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার দিল্লি-রুরকি জাতীয় সড়কে প্রাইভেট গাড়ি ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণহারান অনম (৪০) নামে এক মহিলা। আহত ৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। পুলিশ জানিয়েছে, মীরট থেকে গাড়িতে করে কলিয়ার শরিফ যাচ্ছিলেন তাঁরা। পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়িটি।

## কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা অব্যাহত জবাব দিচ্ছে সেনা

**শ্রীনগর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** ফের জঙ্গি নিশানায় ভূস্বর্গ। ঘটনাস্থল আবারও পুলওয়ামা জেলার প্যাম্পোর। শনিবার ওই এলাকায় জওয়ানদের একটি কনভয়ে আচমকা হামলা চালাল জঙ্গিরা।

এই হামলায় তিন সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলওয়ামা জেলার পাম্পোরের কদলাবাল এলাকায় ছিল সেনার কনভয়টি।

জঙ্গিরা হঠাৎ ওই কনভয়ের উপর গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিতে প্রাণ হারান তিন সেনা জওয়ান। সিআরপিএফ-র আইজি (অপারেশনস) বলেন, ওই এলাকায় সেই সময় সাধারণ মানুষও ছিল বলে আমরা পাল্টা গুলি চালাতে পারিনি।

# জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ানো হল প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান এসপি ত্যাগীর

**নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** জেল হেফাজতে থাকার মেয়াদ বাড়ানো হল প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রদান এসপি ত্যাগী। আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে জেলেই থাকতে হবে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার মামলার শুনানিতে তাঁর জেলের মেয়াদ ফের বাড়ানো হয়েছে। সিবিআই হেফাজত শেষ হয়ে যাওয়ায় এদিন তাঁকে পাতিয়ালা হাউস কোর্টে হাজির করানো হয়। এরে আগে জেরা করার জন্য সিবিআই হেফাজতে রাখা হয়েছিল ত্যাগীকে। আগুস্টা ওয়েলস্টল্যান্ড দুর্নীতিতে জড়িত প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধানকে ১০ দিনের সিবিআই হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী শুনানি রয়েছে আগামী ২১ ডিসেম্বর।

উল্লেখ্য, গত ৯ ডিসেম্বর এই মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর সঙ্গে তুতো ভাই সঞ্জীব ত্যাগী ও তাঁর আইনজীবী গৌতম খৈতানকেও গ্রেফতার করা হয়। ২০১৩ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। সেই রিপোর্টেই এসপি ত্যাগীর নাম উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি ত্যাগীর ভাইসহ মোট আটজনের নামও তালিকায় নথিভুক্ত করে সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে উল্লেখ করে ইউপিএ সরকারের আমলে ইটালির সংস্থা আগস্টা ওয়েলস্টল্যান্ড থেকে ভিভিআইপিদের জন্য একাধিক চপার কেনা হয়েছিল। অথচ ওই সংস্থার সঙ্গে চুক্তিতে অনেক গরমিলে সিবিআই তদন্তের ইটালিতেও যায়।

প্যাথলজিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল ক্লিনিক এসোসিয়েশনের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

# এবার সোয়াইপ মেশিনে টিকিট ও রিচার্জ করার সুযোগ মেট্রো রেলে

**কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** খুচরোর অভাবে সমস্যা মেটাতে এবার ক্যাশলেস ব্যবস্থা চালু করছে মেট্রো রেল। নোট বাতিল হওয়ার পর থেকে খুচরোর অভাবে সমস্যা পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সেই সমস্যা দূর করতে মেট্রোর কাউন্টারগুলোতে এবার থেকে কার্ড সোয়াইপের মেশিন বসানো হয়েছে।

এবার থেকে ওই কাউন্টার থেকে কার্ড সোয়াইপ করলে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ থেকে শুরু করে ৫ টাকা, ১০ টাকা, ১৫ টাকা, ২০ টাকা ও ২৫ টাকা টিকিট কাটা যাবে। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি মেট্রো স্টেশনে এই পরিষেবা শুরু হয়ে গিয়েছে।

# কেন্দ্রীয় প্রকল্পে টাকার নেওয়ার অভিযোগ হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

**কলকাতা, ১৭৪ ডিসেম্বর (হি.স.)।।** কেন্দ্রীয় প্রকল্পে টাকা নেওয়ার অভিযোগে রাজ্য সরকারের কাছে হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্পে বিনামূল্যে শৌচাগার তৈরির জন্য নেওয়া হচ্ছে ৩,২০০ টাকা করে। অথচ এই প্রকল্পে বিনামূল্যে শৌচাগার তৈরি করে দেওয়ার কথা নাগরিকদের। এমনই অভিযোগ উঠেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। এক্ষেত্রে হলফনামা দিয়ে রাজ্য সরকারকে টাকা নেওয়ার কারণ জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০ জানুয়ারির মধ্যে দিতে হবে হলফনামা। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১০ ফেব্রুয়ারি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অন্তর্গত একটি স্কিম আনে কেন্দ্র। স্কিম অনুযায়ী, যাঁরা বিপিএল তালিকাভুক্ত বা যাঁদের দৈনিক রোজগার ১৫০ টাকা এবং মাসের মধ্যে ১৫ দিন কাজ পান, তাঁরা এই স্কিমের আওতায় পড়বেন।

এই প্রকল্পের অধীনে শৌচাগার নির্মামের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ৮ হাজার টাকা ও রাজ্য সরকারের তরফে ৩ হাজার টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় তা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এনিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। আবেদনকারীর আইনজীবী প্রতীপ চচ্টোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত অভিযানে শৌচাগার নির্মাণের এই স্কিমে কোথাও বলা নেই যাঁরা শৌচাগার নির্মাণ করাবেন তাঁদের ৩,২০০ টাকা করে দিতে হবে। এই টাকা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দেওয়ার কথা। অথচ দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলায় নেওয়া হচ্ছে ৩,২০০ টাকা আর। বাকি জেলাগুলিতে ৯০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে, যা বেআইনি।

কিন্তু অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবী তপন মুখোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্কিমে ২০১৪ সালের। সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ইমারতি দ্রব্যের দাম অনেকটাই বেড়ে গেছে। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলায় শৌচাগার নির্মাণে অতিরিক্ত যাঁরা সুযোগ সুবিধা নিতে চাইছেন (চৌবাচ্চা বানানো), তাঁদের কাছ থেকেই ওই টাকা নেওয়া হচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ এনিয়ে রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিতে বলে। জানাতে বলা হয়েছে, কী কারণে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পে শর্ত ভাঙা হচ্ছে।

# ফেডারেশনের আন্দোলনেক সমর্থন অ্যাকশন কমিটির

**আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ** রাজ্য বামফ্রন্ট সরকারের লাগাতর কর্মচারী বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং অবিলম্বে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশনের রিপোর্টকে কার্যকর করার দাবিবতে ত্রিপুরা সর কারি কর্মচারী ফেডারেশন যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে ত্রিপুরা অ্যাম্প্লইজ অ্যাকশন কমিটি। এক বিবৃতিতে অ্যাকশন কমিটির মহাসচিব দীপক দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন। বকেয়া ৩১ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদানে হাইকোর্টের রায়কে কার্যকর না করে পুনরায় উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়া বামফ্রন্ট সরকারের তীব্র সমালোচনাও করেন অ্যাকশন কমিটির মহাসচিব। বকেয়া ৩১ শতাংশ মহার্ঘভাতা পরিচালনায় ক র্মচারী ফেডারেশনের পক্ষে শিশিরেন্দ্র সাহা, শান্তিরঞ্জন দেবনাথ ও সমর রায় রাজ্যের সর্বস্তরের কর্মচারীদের কাছে যে সহযোগিতার আবেদন করেন সে আবেদনে সাড়া দিয়ে শিক্ষক কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সকল গণতন্ত্রপ্রিয় কর্মচারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। আগামীদিনে পি এস ইউ এর কর্মচারীদের র াজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ন্যায় পেনশন ও পেনশনজনিত সুবিধা প্রদানের দাবিতে অ্যাকশন কমিটি বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে বলে জানিয়েছেন মহাসচিব দীপক দাস।

## অ্যালুমিনিয়ামের কারখানায় আগুন

**শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ** শিলিগুড়ির দাগাপুরে অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় আগুন। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের ২টি ইঞ্জিনও চলে আসে ঘটনাস্থলেল। তবে শ্রমিকদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। শনিবার সকালে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়।

এদিন স কালে কারখানা সংলগ্ন শ্রমিক কোয়ার্টার থেকে শ্রমিকরা ধোয়া উঠতে দেখে। তারা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে নেমে পড়েন। শ্রমিক বিকাশ বিশ্বাস বলেন, কারখানায় রাখা ফায়ার এক্সটিনগুইসার দিয়েই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

# চালককে মাদক খাইয়ে গাড়ি নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা

**জলপাইগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ** পর্যটক সেজে অল্টো গাড়ির চালককে মাদক খাইয়ে গাড়ি নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। অচেনা ব্যক্তিদের পর্যটনস্থল সুলতানে খোলা ঘুরতে গিয়ে গাড়ি শুদ্ধ গাায়েব ময়নাগুড়ির একক গাড়ির চালক। পরে অচৈতন্য অবস্থায় গাড়ির চালক বাপ্পা দত্তকে পাওয়া যায় নিম্নাসামের শ্রীরামপুর থেকে। কিন্তু গাড়ির সন্ধান মেলেনি এখনো।

ময়নাগুড়ির মহাকাল পাড়ার ছোটো ছোট অল্টো গাড়ি চালক বাপ্পা দত্ত। গত াবৃহস্পতিবার বাপ্পা ময়নাগুড়ির ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে অচেনা যাত্রী নিয়ে ভাড়া গিয়েছিল। তারপর থেকেই তাকে আর পাওয়া যায় না। বাপ্পা নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে চাঞ্চল্য ছড়ায় ময়না গুড়ির শহরে। বাপ্পা নিখোঁজের পরই ময়নাগুণির ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের গাণির চালক বাপ্পা দত্তের দাদা বাপী দত্ত ময়নাগুড়ি থানায় নিখোঁজের ডাইয়েরি করেছেন। ট্যাক্সি স্যাটান্ডের এক চালকেরতেকে জানতে পারেন, শুক্রবার স কাল ৯টা নাগাদ সুলতানি খোলা সামসিং যাবার জন্য তার গাড়ি ভাড়া নেয় এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসার কথাও বলে। সে মতো বাপ্পা ভাড়া নিয়ে চলে যায়। কিন্তু তারপর থেকে তাকে আর পাওয়া যায় না।

বাপ্পা বাড়ি না আসায় বাপ্পার বাড়ির লোকেরা ময়নাগুড়ি থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করেন। এরপর থেকেই বাপ্পার বন্ধু বান্ধব, পুলিশ সবাই খোঁজকবর শুরু করেন। এদিকে ময়নাগুড়ির ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের একজন চালকের গাড়ি সহ গায়েব হয়ে যাবার ঘটনায় অপহরণ না কি গাড়ি ছিনতাই এর মত ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে আশঙ্কায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত সুরু করে। তারপরই খোঁজ মেলে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্তায় বাপ্পা দত্তের।

তিনি জানান, ময়নাগুড়ির ট্যাক্সি স্যন্ডটান্ড থেকে সুলতানি খোলা, রকি আইল্যান্ড যাবার জন্য ১৭০০ টাকা গাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি তিনজনকে নিয়ে রওনা দেন। ময়নাগুড়ি থেকে সুলতানি খোলাতে ঘুরতে নিয়ে যান তিন পর্যটককে। সেখানে পর্যটকরা মদ্যপান করেন। তাকে অনুরোধ করেন মদ্যপান করার জন্য। অনুরোধ রাখতে সেও মদ্যপান করে। এর পর থেকে বাপ্পা আর জানে না সে কোথা গেছে কে নিয়ে গেছে। আসামের শ্রীরামপুর এলাকায় বাপ্পাকে পরনে একটি টিশার্ট আর হাফ প্যান্ট ছাড়া সব কিছুই থেকে নিয়ে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বাপ্পা শিমুলটাপ থানা এলাকায় রাস্তায় ধারে বাপ্পা পরে ছিল। হুশ আসতেই বাপ্পা স্থানীয়দের বলে সে ময়নাগুড়ির ছেলে সে সময় তাকে চোর ভেবে স্থানীয়রা পেটায় বলে ব াপ্পা জানায়। কিন্তু কিছু সহৃদয় ব্যক্তি বাপ্পার ক াছ থেকে সব ঘটনা শুনে তার বৌদি ডলি দত্তের মোবাইলে ফোনে করে জানান বাপ্পা আসামের শ্রীরামপুর এলাকায় আছে। রাত দুটোর সময় বাপ্পাকে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও পরিবারের লোকেরা উদ্ধার করে নিয়ে আসে। বাপ্পার গাড়িটিকেও পাওয়া যায় নি। বাপ্পা ব াড়ি ফিরেছে এ খবর স্বস্তি ফিরেছে ময়নাগুড়িবাসীর।

# গৌতম দেবের দ্বারস্থ ওয়েস্টবেঙ্গল প্রাইভেট টিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

**শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ** সুপ্রিমকোর্টের রায়কে সম্মান জানিয়ে সরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করা উচিত। কিন্তু শিলিগুড়িতে সরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন করার বিরুদ্ধে এবং স্বপক্ষে আন্দোলন পাল্টা আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনকে বন্ধ করে কোর্টের রায়কে মেনে চলা উচিত সরকারি শিক্ষকদের এই আবেদন নিয়ে শনিবার পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের দ্বারস্থ হলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি সুজয় বর্মণ বলেন, আইন প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে। যে অ্যাক্ট লাগু হ য়েছে তাকে সম্মান জানাতে হবে। প্রাইভেট শিক্ষকরা শুধু স্কুলের বাইরেই শিক্ষকতা করেন। এইদিয়েই জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু সরকারি শিক্ষকরা স্কুলেও করছে আবার বাইরেও করচে। এর বিরুদ্ধে কোর্ট রায় দিয়েছেন। পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের ভুল বুঝিয়ে আন্দোলনে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে জন্য এদিন বিষয়টি মন্ত্রীকে জানালাম। শিলিগুড়িতে যাতে কোর্টের নির্দেশ প্রত্যেকে মেনে চলেন তা মন্ত্রীকেক বলা হয়েছে। অন্যদিকে, এদিনই অভিভাবকরাও পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। অভিভাবক শান্তনু মজুমদার বলেন, সামনেই মাধ্যচমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। সরকারি শিক্ষকদের ক াছে না পাঠালে সিলেভাস শেষ হবে কি করে। পরীক্ষার পরে নিয়ম লাগু করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছি। এদিকে, মন্ত্রী গৌতম দেবের বলেন, দুপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রাইভেট শিক্ষকরা যেমন চাইছেন আইন মেনে চলুক প্রতেকে। আর অন্যদিকে, অভিভাবকদের কথাও গুরুত্বপূর্ণ। তারা ভাবছে তাদের সন্তানদের ক থা। সামনেই পরীক্ষা, এখন কার ক াছে পড়াবেন। অভিভাবকদের মত, পরীক্ষা শেষে এই নিয়ম লাগু করার। আবার এক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, যাদের স ন্তানরা নবম এবং একাদশ শ্রেণীতে পড়ে তাদের বাবা মায়েরাও সমস্যায় পড়েছেন। কারণ তাদের সন্তানদের তো পরের বছর মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পুরো বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির কাছে জানাব। তারপরই কিছু বলা যাবে।

# টেটোর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে সরব সিটি অটো অ্যাসোসিয়েশন

**শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ** শহরে বেড়া চলা ই রিকশা (টেটোর) বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ এনে সরব হল শিলিগুড়ি সিটি অপারেটর্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। অভিযোগ, টোটো থেকে সরকারেজ্বার কোনা রাজস্বায় হয় না। টোটো চালকদের কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানো নামানো করায় সিটি অটো মালিকদের ক্ষতির সম্মুখীন হ হতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই টোটোর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে মহকুমা শাসকের কাছে দ্বারস্থ হল সোসাইটি। দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছ মহকুমা শাসকের কাছে। একই সঙ্গে দাবি পত্র পাঠানো হয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার, দার্জিলিং, জেলার এ আর টি ও সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে শিলিগুড়ি সিটি অটো অপারেটর্স ওয়েলেফাটর সোসাইটির সম্পাদক নির্মল সর কার একথা জানিয়ে বলেন, নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি যত্রতত্র চালানো হ চ্ছে টোটো। এনজেপি ফুলবাড়ি, সুকনা, বাগডোগগরা, মেডিক্যাল, শিবমন্দির, চম্পাসারি, বর্ধমান রোড, হিলকার্ট রে াড ইত্যাদি সহ জাতীয় সড়ক ৩১ ও ৫৫ নম্বরেও টোটো চলছে। অথচ সরকারের কোনো র াজস্বের আয় হচ্ছে না টেটো থেকে। তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে সমস্ত সিটি অটো মালিকরাও কোনোরকম সরকারি রাজস্ব দেবে না। এরপরেও সমস্যার সমাধান না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হবে বলে জানিয়েছেন নির্মল সরকার।

# ব্যাঙ্কেই হৃদরোগে মারা গেলেন ম্যানেজার অত্যাধিক চাপেই এই মৃত্যু দাবি কর্মীদের

**শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ** কাজের চাপ সামলাতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন বিধাননগরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বিধাননগর শাখায়। মৃত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নাম নোয়েল টোপ্পো।

ঝাড়খন্ডে বাড়ি। গত এপ্রি মাসে এখানে কাজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। জানা গেছে, এদিন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে পড়তে দেখে প্রত্যেকেগিয়ে তাকে তুলি। সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অত্যধিক চাপেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, ব্যাঙ্কের রিজিউনাল ম্যানেজার উমেশ মেছায়েত বনে, ঘটনাট মর্মান্তিক। এভাবে তার মৃত্যু ঘটবে ভাবতে পারছি না।

তার পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানান তিনি। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের পর থেকেই আমজনতার পাশাপাশি প্রতিটি ব্যাঙ্কেই কর্মীদের উপর অত্যধিক চাপ বেড়ে যায়। এর আগে লাইনে দাঁড়িয়ে গ্রাহকের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এলেও এ প্রথম একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেলেন।

# পাঠ্য হচ্ছে সিঙ্গুর আন্দোলনের ইতিহাস

**কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ** পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হচ্চে সিঙ্গুর আন্দোলন। ২০১৭ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ে দেশের বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনের অধ্যায়েই জোড়া হবে সিঙ্গুর আন্দোলনকে। তেলঙ্গানা, তেভাগা, চিপকোর সঙ্গেই পড়ানো হবে সিঙ্গুর আন্দোলনের ইতিহাস। সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তির জন্য দুটি খসড়া পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। প্রথম খসড়াটিতে ওই আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংস্থার নাম সহ বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আরেকটি খসড়ায় অবশ্য এগুলি উল্লেখ করা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর যে খসড়াটিতে অনুমোদন দেবেন তা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে স্কুলশিক্ষা দপ্তরে সূত্রে খবর।

চলতি বছরের ৩০ আগস্ট সুপ্রিমকোর্টে জয় পায় সিঙ্গুরের চাষরী। এরপরই কৃষকদের হৃত জমি পুনরুদ্ধারের এক দশকের বাস্তব লড়াইকে এবার পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে স্কুলশিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর।

চলতি বছরের ৩০ আগস্ট সুপ্রিমকোর্টে জয় পায় সিঙ্গুরের চাষীরা। এরপরই কৃষকদের হৃত জমি পুনরুদ্দারে এক দসকের বাস্তব লণাইয়ে এবার পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড মে, দিবসের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেই সিঙ্গুলের কৃষক আন্দোলনের তুলনা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই জয়ের পিচনে রয়েছে দশ বছরের রক্ত ঝরা আন্দোলন।

## ছাত্র

আটের পাতার পর

দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। একে কেন্দ্র করে সে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হয়ে বেরিয়ে যায়। খানিক পর সাত-আটজনকে সঙ্গে নিয়ে সে ফের ব্যাঙ্কে আসে এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিস। কিন্তু পুলিশ দেখেই দুস্কৃতিরা কেটে পড়ে। এরপর বিষয়ের বর্ণনা করে পাথারকান্দি থানায় এক অভিযোগ নামা দায়ের করেন ম্যানেজার। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে মূল অভিযুক্ত সাহিনকে গ্রেফতার করে পাথারকান্দি থানার গারদে পোরা হয়। সে তার দোষ কবুল করে এ কাজে তাকে আরও তিনজন সরাসরি সহযোগিতা করেছে বলেও স্বীকারোক্তিতে বলেছে সাহিন আহমেদ।

## অনুষ্ঠিত

সাতের পাতার পর

উৎসবে শিল্পি বৃন্দরা প্রতিযোগিতা অংশ নেন। নৃত্য, সংগীত সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। যুব উৎসবে আলোচনা রাখেন মনীন্দ্র দাস, সাইনি সরকার, হীরেন্দ্র দেববর্মা ব্লক স্থর শেষে জেলা ভিত্তিক আজ তারপরই রাজ্য ভিত্তিক ২১-২২ ডিসেম্বরঃ বিলোনীয়া হবে যুব উৎসব। উদ্বোধন মনীন্দ্র দাস আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন, ১৯৯৪ সালে শুরু হয়েছিল জাতীয় যুব উৎসবে অংশ গ্রহন করবে রাজ্যের যুব -যুবতিরা। যুব সমাজ এগিয়ে যেতে সকল সুরের মানুষকে সচেতন হওয়ার আখান রাখে।

# শিক্ষকদের পিতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ৩০দিন করার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

**কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ** শিক্ষকদের পিতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২০ দিন করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছেন, বাবারা সদ্যজাত সন্তানের দেখাশোনা করার জন্য সর্বোচ্চ ৩০ দিন সবেতন ছুটি নিতে পারবেন। শুধু শিক্ষক নন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মচারীরা সন্তানের যত্নের জন্য এই পিতৃত্বকালীন ছুটি নিতে পারবেন।

মোট চাকরি জীবনে সন্তানের ১৮ ব ছর হওয়া অবধি দুপর্যায়ে ভাগ করে এই ৩০ দিনের পিতৃত্বকালীন ছুটি নিতে প ারবেন সরকারি কর্মচারীরা। তবে সন্তানের দেখাশোনার কারণে দেখিয়ে ছুটি নিলে তার জন্য অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে ওই কর্মচারীরা ছুটি কাটা যাবে না বলে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন সরকার। তবে এই পিতৃত্বকালীন ছুটির সঙ্গে আগের অন্য কেনো বকেয়া ছুটি যোগ করে ৩০ দিনের বেশি ছুটি নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই পিতৃত্বকালীন ছুটি অবশ্য দুই সন্তান অবধিই সীমাবদ্ধ। দুইয়ের অধিক সন্তান হলে আর এই সুযোগ নেওয়া যাবে না।

বহুদিন ধরেই সন্তান জন্মের পর সদ্যজাতের দেখভালের জন্য পুরুষেরা ছুটির দাবি জানিয়ে আসছেন। প্রসবের াাগে প রে মহিলা কর্মচারীদের মতো ছুটি পেতে চাইছিলেন সদ্য বাবা হওয়া কর্মচারীরাও। প্রসবের পরে সন্তানের দেখাশোনা করার সঙ্গে সঙঙ্গে তার সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য বাবাদেরও এই ছুটি প্রয়োজন বলে দাবি উঠে। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গেও সরকারি কর্মচারীদের জন্য চালু হল এই সুযোগ। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে কোনো মহিলা কর্মচারীরা সন্তান প্রসবের আগে পরে মোট ছয় মাস ছুটি পান। এছাড়াও গোটা চাকরি জীবনে সন্তানের দেখভালের জন্য মোট দুই ব ছর প র্যন্ত ছুটি নিতে পারেন।

## দাদাগিরি

● প্রথম পাতার পর

করে বলাকার লজের সামনে অনশনে বসে। ৩ঘন্টা বসে থেকে সেখান থেকে উঠে আসে ম্যানেজার তার লোকগুলিকে নিয়ে। এখন তো পিকনিক মরশুম। তাই ম্যানেজার চাইছে যে অনশনে বসলে হয়ত তাড়াতাড়ি লজটি খুলে দেবে। আবার রমরমা ব্যবসা করা যাবে। এই ঘটনা নিয়ে এলাকাবাসী থেকে শুরু করে সমস্ত লোকজন ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করেন।

## মামলা

● প্রথম পাতার পর

থানা থেকে মামলাটি ধর্মনগর থানায় পাঠানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের খবর নেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

## সমিতি

● প্রথম পাতার পর

নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যেও শুরু হয়েছে জিও ট্যাগিং। কিন্তু এই নতুন পদ্ধতির ফলে ২৩০০ জিআরএস'কে নতুন মোবাইল কিনতে বলেছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, জিও ট্যাগিংয়ে ব্যবহৃত মোবাইল কেনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। অথচ তা না করে রাজ্য সরকার নোটিশ জারি করেছে কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী সুনির্দিষ্টমানের মোবাইল জিআরএস'দেরই কিনতে হবে। আর তাতেই বড়সড় দুর্নীতির গন্ধ মিলছে।

কেন্দ্রের নির্দেশিকায় স্পষ্ট রয়েছে, জিও ট্যাগিংয়ে ব্যবহৃত মোবাইল রাজ্যকে কিনতে হবে। তার জন্য সেট প্রতি এককালীন খরচ কেন্দ্র মিটিয়ে দেবে। কিন্তু মোবাইল চুরি হলে কিংবা নষ্ট হয়ে গেলে কেন্দ্র থেকে কোন ক্ষতিপূরণ মিলবে না। সেটা বহন করতে হবে রাজ্য সরকারকেই। শুধু তাই নয়, সিম এবং ইন্টারনেট খরচও রাজ্যকেই বহন করতে হবে। এদিন, সম্মেলনের মঞ্চে রেগা কর্মচারী সমন্বয় সমিতির সম্পাদক অভিযোগ করে বলেন, তাঁদের মোবাইল কিনে রসিদ রাজ্য সরকারের জমা দিলে প্রথমে সেই টাকা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মাসের বেতন থেকে মোবাইল ক্রয়ের টাকা কেটে নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এদিকে, সম্মেলনের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া দাবি করেন, রেগা প্রকল্পের ৬০ শতাংশ টাকা শ্রমিকদের মজুরী বাবদ খরচ হচ্ছে। যা এখন ইএফএমএস পদ্ধতিতে সরাসরি রেগা শ্রমিকদের একাউন্টে পৌছে যাচ্ছে। ফলে, দুর্নীতি কোনভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু, বাকি ৪০ শতাংশ প্রাপ্ত অর্থের দুর্নীতি হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অন্তত, জিও ট্যাগিংয়ের নামে দুর্নীতি যে হচ্ছেই, তা এখন অনেকটাই স্পষ্ট।

# পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করে নজির গড়লেন কালিপদ বৈদ্য

**আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর (হিঃসঃ)।।** সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শব্দকর ও বাদ্যকর সম্প্রদায় কে কাছে টেনে নজির সৃষ্টি করলনে কালিপদ বৈদ্য। তিনি কমলপুর মহকুমার হারের খলা গ্রামের বাসিন্দা। ১৬ই ডিসেম্বর নিজ বাড়িতে ছেলে বৌ-ভাতের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি নিমন্ত্রণ করে আনেন শব্দকর ও বাদ্যকর সমাজের অনেক কে। এরা অনেকেই বাজনা বাজান এবার অনেকে রিক্সা চালান। শিক্ষার দিক দিয়ে এরা অনেক পিছিয়ে বলে জানান কালিপদ বৈদ্য। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এরা অনেক দুর্বল। শব্দকরও বাদ্যকর দের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অনেকে চান না। এমন কি এদের কে অনেকে সম্মানের সহিত নিমন্ত্রণ ও করেন না। এই অবস্থায় এরা সমাজে অলিখিত ভাবে পতিত বলা চায়। কিন্তু ১৬ ই ডিসেম্বর কমলপুর মহকুমার বাসিন্দা কালিপদ বৈদ্য এর ছেলের বৌভাতে এক অন্য চিত্র দেখা গেলো। এদিন সম্মান জানিয়ে নিমন্ত্রণ করে আনেন বৌভাতে তাঁদের কে। এবং এদের মধ্যে দুস্থ ১৯জন কে এবং সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন কে শীত বস্ত্র দান করেন শ্রী বৈদ্য। এই উপলক্ষে হয় এক অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতেরেছ চেয়ারম্যান সুব্রত ভট্টাচার্য, প্লে ক্লাবের সম্পাদক সুপ্রিয় দত্ত, সমাজসেবী কমল কর প্রমুখ। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা ১৯ জন দুস্থ পরিবারের হাতে শীত কম্বল তুলে দেন। এই বিষয়ে কালিপদ বৈদ্য বলেন সমাজে সকল অংশের মানুষ যেন এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষদের কে সমাজে একটু ঠাই দেন। তাহলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

## থাকবে

● প্রথম পাতার পর

এবং সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত বিলেতী ও দেশী মদের দোকান ২০,২১ এবং ২৩ ডিসেম্বর বন্ধ থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। এই দুই মহকুমায় এইদিনগুলি ড্রাই ডে হিসাবে পালন করা হবে।

## প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

নীল রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। পাড়া, গলি, বাড়ীর গেইটে গেইটে এখন শোভা বর্ধন করছে গুঁজব আর কুসংস্কারের জ্বলন্ত প্রমান। তথাকথিত শিক্ষিক সমাজে এই কুসংস্কারের আচ্ছাদন কি বিজ্ঞানের, যুক্তি-তর্ক আর প্রমানের শিখা আলোকিত করতে পারবেন? প্রশ্ন শুভবুদ্ধি মহলের।

## মেলার সূচনা

আটের পাতার পর

করতে হবে। এটাই বিজ্ঞান, এটাই সায়েন্স। সেই সাথে যে ৫২টি স্কুল থেকে খুদে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান ভিত্তিক মডেল নিয়ে এসেছে তাদের উৎসাহ প্রদান করেন। বললেন এই ৫২ রল আগামী দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে বৃহত্তর পদক্ষেপ নিতে তার এই বিজ্ঞান মনস্কতাই তাকে সাহায্য করবে। সেই সাথে তিনি বলেন, এই বিজ্ঞান বিষয়ক মেলা বা দৃষ্টিভঙিকে স্কুল, কলেজ স্তরে যেমন আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে তেমনি গ্রামে, বস্তিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। শেষে খোয়াই জিলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য বলেন, এই সময়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা থাকায় বিজ্ঞান মেলার প্রস্তুতি নিতে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান মেলা যেহেতু ২১ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে তাই স্বাভাবিকভাবেই জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলা এর আগে সম্পন্ন করতে গিয়ে ১৭ তারিখটিকে বাছাই করতে হয়েছে। তাই সকল ছাত্র-ছাত্রীরা সম পরিমান সুযোগ পায়নি। তাছাড়া বর্তমান প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, বিজ্ঞান একদিকে নতুন নতুন প্রযুক্তি সৃষ্টি করবে। এই নতুন প্রযুক্তিকে প্রতিটা মানুষের কাছে সঠিকভাবে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটাও আমাদের নিতে হবে। নতুবা বিজ্ঞানের আবিস্কারে সবার জন্য না, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হয়ে যাবে। একই সাথে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনি সরকার সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান মনস্ক হবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ফিতা কেটে বিজ্ঞান মেলার স্টলগুলি সবার জন্য উন্মুক্ত করেন বিধয়াক বিশ্বজিৎ দত্ত। এরপর সমস্ত অতিথিরা সবগুলি স্টল ঘুরে দেখেন। বিজ্ঞান মেলাকে কেন্দ্র করে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে চরম উচ্ছাস লক্ষ্য করা যায় এদিন। তিনদিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলার সমাপ্তি হবে ১৯শে ডিসেম্বর। তবে ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর বিজ্ঞান মেলা হয় এবং ধারাবাহিকভাবে প্রস্তুতির অভাবকে দায়ি করে বিভিন্ন বক্তারা মঞ্চে আলোচনা করেন। কিন্তু প্রতি বছরই নিয়ম করে সম সংখ্যক স্কুলই বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। এবং যে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান বিষয়ক মডেল নিয়ে আসে তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় একখানা স্ক্রিপ্ট। যে স্ক্রিপ্ট দেখে তারা তাদের মডেলকে ব্যাক্ষা করে। এতে করে খুদে ছাত্র-ছাত্রীরা কি আদৌ বিজ্ঞান বা মডেল সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে? প্রশ্ন অভিভাবকদের।

## গৃহসচিবের

আটের পাতার পর

বেড়া সংস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়ে ছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই বাংলাদেশের ওজরআপত্তিতে তা বানচাল হয়ে যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লি ফিরে গিয়ে তিনি এর ওপর একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন বনে মনে করা হচ্ছে।

## জরুরী



**পুলিশ ঃ** পশ্চিম থানা - ২৩২ ৫৭৬৫, পূর্বথানা - ২৩২ ৫৭৭৪, সিটি কন্ট্রোল - ১০০, ২৩২ ৫৭৮৪, বটতলা ফাঁড়ি - ২৩১ ০৮১২, আমতলী থানা ২২৩- ২২৫৮, নরসিংগড় ফাঁড়ি - ২৩৪ ২২৫৮, রামনগর ফাঁড়ি - ২৩১ ০৮১২, শ্রীনগর ফাঁড়ি - ৪০০০২৬, পুলিশ হেডকোয়ার্টার - ২৩২ ৫১৪৬। **অগ্নিনির্বাপক ঃ** প্রধান স্টেশন - ১০১, ২৩২ ৫৬৩০, বাধারঘাট - ১০১, ২৩৭ ৪৩৩৩, কুঞ্জবন - ২৩৫ ৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার - ২৩৮ ৩১০১। **হাসপাতাল ঃ** জিবি ইমারজেন্সি - ২৩৫ ৬৭০৭, ইমারজেন্সি ওয়ার্ড - ২৩৫ ৫৮৮৮, মেডিক্যাল সুপার (জিবি) - ২৩৫ ৩১১২, ডেপুটি মেডিক্যাল সুপার - ২৩৫ ৫৮১৮, ক্যান্সার হাসপাতাল - ২৩৫ ২৭৭৯, ইমারজেন্সি ক্যান্সার- ২৩৫ ১০৬৮, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ২৩৫ ১১৮২, ২৩৫ ১১৮৩, আই জি এম হাসপাতাল ২২২ ৫৬০৬, আম্বেদকর হাসপাতাল ২২৩ ০৫০৫, ২২৩ ০৫০৪। **নার্সিংহোম ঃ** আগরতলা নার্সিং হোম - ২৩০ ৯৬৬৫, ২৩০ ৯৬৬৬, লাইফ লাইন- ২৩২ ৩৮২৯, কেয়ার এন্ড কিউর - ২৩২ ৩৩৮১, ভৌমিক নার্সিং হোম- ২৩২ ২৮৬২, সঞ্জীবনী নার্সিং হোম - ২২০ ০৬৯০, ২২২ ৭৮৬০, ট্রপিক্যাল ২২২ ০২৬, সোনিক হেলথ এন্ড রিসার্চ ২৩২ ২৫৬৭, ২৩০ ২৭১৭, সরকার নার্সিং হোম ২৩২ ৪৩২৩। **এ্যাম্বুলেন্স ঃ** জেনেসিস ২২৩ ৩৬৬০, লাল বাহাদুর ক্লাব ২২৮ ৫১১, টি আর টি সি - ২৩২ ৫৬৮৫, শিবনগর মডার্ন ক্লাব- ২৫১ ৯৯০০, ভৌমিক পলিক্লিনিক- ২৩২ ২৮৬২, রিনিভার্স ... সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় - ২৩৮ ০০৮০, ২৩৮ ০৬৪৫, পশ্চিম জেলা শাসক অফিস - ২৩২ ৩৩৩৬। **শববাহী গাড়ী ঃ** ট্রাকওনার্স সিন্ডিকেট - ২৩৮ ৫৮৫২, ... - ২৩৮ ৬৪২৬। **বিমান ঃ** সিটি অফিস - ২৩২ ৫৪৭০, ২৩১ ১২৭৬, এয়ারপোর্ট - ২৩৪ ২০২০, জেট এয়ার এয়ারওয়েজ- ২৩৪ ১৪০১, ইন্ডিগো- ২৩৪ ১১২৬৩। ...পুর - ২৩২ ৬৬৪০, দুর্গাচৌমুহনী- ২৩৩ ০৭৩০, জিবি- ২৩৫ ৬৪৪৮, বড়দোয়ালী- ২৩৭ ০২৩৩, ২৩৭ ০০০৮, আই জি এম - ২৩২ ৬৪০৫। **বিবিধ ঃ** রেলওয়ে ...২ ২৮০১, ব্লাডব্যাঙ্ক আই জি এম - ২৩২ ৩৩৩২, ব্লাড ব্যাঙ্ক জিবি - ২৩৫ ৫৫১২, ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস - ২২২ ৬২৩৯ (টিআরটিসি)।

# খেলাধুলা

## রশিদের জন্যই ইংরেজরা ভারতের সামনে প্রায় পাঁচশো রান তুলল

**ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর।।** টেস্ট সিরিজ আগেই হেরে গিয়েছে ইংল্যান্ড। চেন্নাই টেস্ট কুকদের কাছে শুধুই সম্মান বাঁচানোর লড়াই। তা সেই, সম্মাণ কিন্তু প্রথম ইনিংসে ভালোই বাঁচালো ইংল্যান্ড চেন্নাই টেস্টে। প্রথম দিনের ৪ উইকেটে ২৮৪ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস এদিন শেষ হল ৪৭৭ রানে গিয়ে।মইন আলি শেষ পর্যন্ত আউট হলেন ১৪৬ রান করে। বেন স্টোকস অবস্য রান পাননি। তাঁর অবদান মাত্র ৬ রান। রান পাননি বাটলারও। জোস বাটলার আউট হন ৫ রান করেই। এই টেস্টেই অভিষেক হওয়া ডসন করেন ৬৬ রান। আদিল রশিদও খেলেন ৬০ রানের মূল্যবান ইনিংস। এই দুজনই ইংল্যান্ডকে প্রায় পাঁচশো রানের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেন। পরে ব্রড এসে করেন ১৯ রান। আর বল করেন ১২ রান।ভারতের হয়ে সবথেকে বেশি তিনটি উইকেট নিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। দুটো করে উইকেট পেয়েছেন উমেশ যাদব এবং ইসান্ত শর্মা। একটি করে উইকেট পান অশ্বিন এবং অমিত মিশ্রা। স্টুয়ার্ট ব্রড রান আউট হন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের রান বিনা উইকেটে ৬০। লোকেশ রাহুল অপরাজিত

রয়েছেন ৩০ রান করে. পার্থিব প্যাটেল অপরাজিত রয়েছেন ২৮ রান করে। চেন্নাই টেস্টে মুরলী বিজয়কে দিয়ে ওপেন না করিয়ে পার্তিব এবং লোকেশ রাহুলকে দিয়ে ওপেন করানো হচ্ছে। এদিকে অভিষেকে ৮ নম্বরে নেমে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলেছেন লিয়াম ডসন। চেন্নাই টেস্টে তাকে দারুণ সঙ্গ দিয়েছেন আদিল রশিদ। টেলএন্ডারদের দৃঢ়তায় প্রথম ইনিংসে বিশাল সংগ্রহ গড়েছে ইংল্যান্ড। জবাব দিতে লড়ছেন ভারতের দুই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুল ও পার্থিব প্যাটেল। ৬৬ রানের অপরাজিত থাকেন এই ম্যাচ দিয়েই টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হওা ডসন। বাঙেন সতীর্থ জনি বেয়ারস্টোর বাবা ডেভিড বেয়ারস্টোর রেকর্ড। ১৯৭৯ সালে অভিষেকে আট নম্বরে নেমে ভারতের বিপক্ষে ৫৯ রান করেচিলেন তিনি। দ্বিতীয় দিন শেষে ভারতের সংগ্রহ কোনো উইকেট না হারিয়ে ৬০ রান। রাহুল ৩০ ও প্যাটেল ২৮ রানে ব্যাট করছেন। উইকেটের আশায় ২০ ওভার বল করাতে ৬ বোলার ব্যবহার করেন অধিনায়ক অ্যালেস্টার কুক। তবে কোনো কাজ হয়নি, সাবধানী ব্যাটিংয়ে কোনো ক্ষতি চাড়াও সময়টুকু পার করে দেন দুই উদ্বোদনী ব্যাটসম্যান। এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে শনিবার ৪ উইকেটে ২৮৪ রান নিয়ে দিন শুরু করে ইংল্যান্ড। দিনের প্রথম ওভারেই বেন স্টোকসকে ফিরিয়ে দেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। দুই অঙ্কে যেতে পারেননি জস বাটলার। আগের দিন শতকে পৌঁছানো মইন আলি ফিরেন ১৪৬ রান করে।৩২১ রানে প্রথম সাত ব্যাটসম্যানকে হারানো ইংল্যান্ডের সামনে তখন চারশ রান করা নিয়েই সঙ্কা। সেখান থেকে দলকে ৪৭৭ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব ডসন-রশিদের। অষ্টম উইকেটে এই দুই অলরাউন্ডার গড়েন ৯৮ রানের জুটি। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় অর্ধশতক পাওয়া রশিদ ফিরেন ৮টি চারে ৬০ রান করে। রাহুলের অসাধারণ পিল্ডিংয়ে রান আউট হওয়ার আগে ১৯ রান করেন স্টুয়ার্ট ব্রড। দুই অঙ্কে যান ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান জেইক বলও। আগের দিন ৩ উইকেট পাওয়া রবিন্দ্র জাদেজা এদিন কোনো উইকেট পাননি। দিনের প্রথম ওভারে উইকেট পাওয়া অশ্বিনের সাফল্য ওই একটিই। দুই পেসার ইশান্ত শর্মা ও উমেশ যাদব নেন দুটি করে উইকেট। সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ঃ (প্রথম দিন শেষে ২৮৪/৪) ১৫৭.২ ওভারে ৪৭৭ (কুক ১০, জেনিংস ১, রুট ৮৮, মইন ১৪৬, বেয়ারস্টো ৪৯, স্টোকস ৬, বাটলার ৫, ডসন ৬৬, রশিদ ৬০, ব্রড ১৯, বল ১২; যাদব ২/৭৩, ইশান্ত ২/৪২, জাদেজা ৩/১০৬, অশ্বিন ১/১৫১, মিশ্র ১/৮৭, নায়ার ০/৪)।

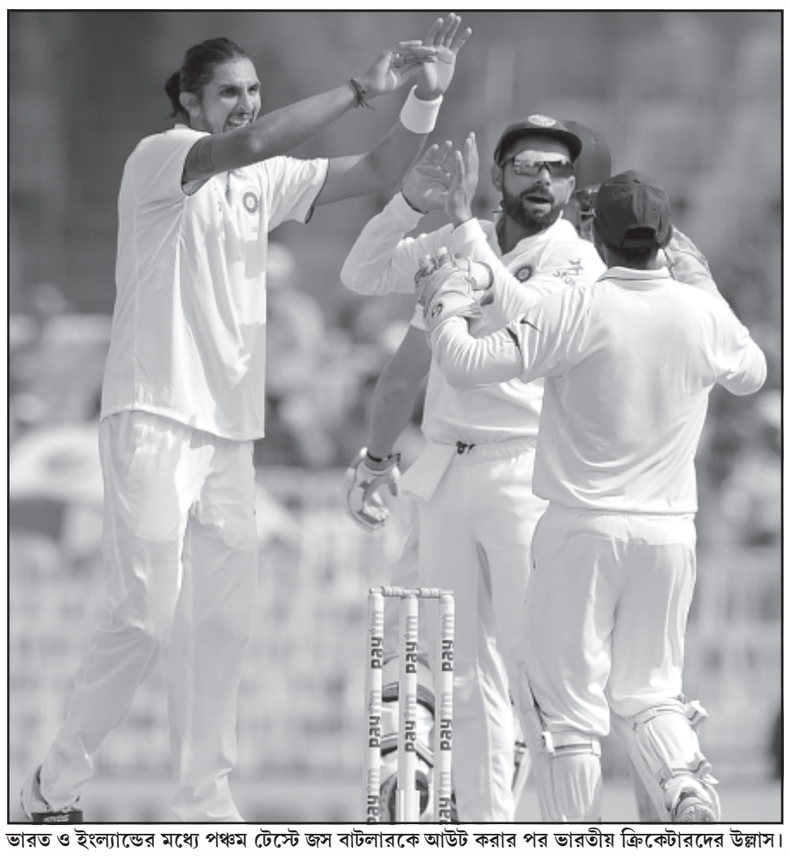

ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে পঞ্চম টেস্টে জস বাটলারকে আউট করার পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের উল্লাস।

## বাগানবাজারে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ ডিসেম্বর।।** খোয়াই জেলা ভিত্তিক ২০১৬ যুব উৎসবের সূচনা বাগান বাজারে। বাগান বাজার এলাকার দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে যুব উৎসবের উপলক্ষ্যে। শনিবার কল্যানপুর ব্লক এলাকার দ্বারিকাপুর গাওসভার বাগান বাজার বাজার মাঠে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে যুব উৎসবের সূচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস। দায়রা উরান খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনি সরকার। যুব উৎসবের সূচনা পর স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস, খোয়াই জেলা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য প্রনব চক্রবর্তী, এডি এম হীরেন্দ্র দেববর্মা, উপস্থিত ছিলেন কল্যানপুর ব্লক চেয়ারম্যান শুনিল মুন্ডা, জেলা পরিষধের সদস্য শংকর দাস, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সদস্য উত্তম সরকার। খোয়াই জেলার প্রত্যেকটি ব্লক খোয়াই যুব -ছয়ের পাতায় দেখুন

## ক্যারোলিনাকে হারিয়ে ওয়ার্ল্ড সিরিজের সেমিফাইনালে সিন্ধু

**দুবাই, ১৭ ডিসেম্বর।।** রিও অলিম্পিকের ফাইনালে হারের মধুর প্রতিশোধ নিলেন হায়দ্রাবাদি শাটলার সিন্দু। শুক্রবার ওয়ার্ল্ড সিরিজ ফাইনালসে হায়দ্রাবাদি শাটলার পিভি সিন্ধু ক্যারোলিনা মারিনকে হারিয়ে এই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন। রিও অলিম্পিকের ফাইনালে দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ক্যারোলিনা মারিনের কাছে হেরে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল সিন্দুর। শেষ চারে যেতে গেলে এই ম্যাচে জিততেই হত সিন্ধুকে। প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক খেলার মাধমে সিন্দুকে চাপে ফেলতে চাইছিলেন মারিন। কিন্তু সিন্দুও এদিন ছন্দে ছিলেন। তিনি সমানে লড়াই চালিয়ে জয় পান। তাঁর পক্ষে ম্যাচের ফল ২১-১৭, ২১-১৩। হিন্দুস্থান সমাচার।

## কে রো? উত্তর দিলেন বিরাট

ক্রিকেটবিশ্বে সবসময়ই এমনটা হয়ে আসছে। কে বেশি ভালো? সচিন তোন্ডুলকর নাকি ব্রায়ান লারা? গ্লেন ম্যাকগ্রা নাকি ওয়াসিম আক্রম? সনথ জয়সূর্য নাকী বীরেন্দ্র সেহবাগ? একমই সব লড়াই চিরকাল ক্রিকেট ভক্তদের মধ্যে হয়ে এসেছে। ঠিক যেমন, এখনও চলছে এমন লড়াই। তবে, এখন আর কোনও দুজন ক্রিকেটার নন, লড়াই মূলত, চারজন ক্রিকেটারের মধ্যে। বিরাট কোহলি, জো রুট, স্টিভেন স্মিথ এবং কেন উইলিয়ামসন। কে সেরা এই চারজনের? আপনার মত কী? তার আগে

বরং জেনে নিন, বিরাট কোহলি কাকে সেরা বাঁছলেন এঁদের মধ্যে। বিরাটকে যখন এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন বিরাট বলেন, বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের নাম নিয়ে আলেচানা হলে, আমার নামও উঠে আসছে, এটা দারুণ। তবে, আমি তো বলব, স্মিথ, রুট এবং কেন, রোঁ সকলেই আমার থেকে বেশি বালো। বিশেষ করে শেষ দু-তিনটি মরশুমে ওঁদের যা পারফরম্যান্স, এটা মানতেই হবে। আমি তো এই তালিকায় আরও একজনকে ঢোকাবো। ডেভিড ওয়ার্নার। যদি কিনা বিষয়টা সীমিত ওভারের ক্রিকেট হয়।

## গ্যাবায় পাকিস্তানের সামনে কঠিন পরীক্ষা

**ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর।।** ফলোঅন না করিয়ে ওয়ানডে মেজাজে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলা অস্ট্রেলিয়া বিশাল লক্ষ্য দিয়েছে পাকিস্তানকে। তৃতীয় দিনের শেষ বেলায় ২ উইকেট হারিয়ে ফেলা অতিথিদের সামনে কঠিন পরীক্ষা। জিততে আরও ৪২০ রান চাই মিসবাহ-উল-হকের দলের, ম্যাচ বাঁচাতে কাটিয়ে দিতে হবে আরও দুই দিন। শনিবারের খেলা শেষে পাকিস্তানের সংগ্রহ ২ উইকেটে ৭০ রান। আজহার আলি ৪১ ও ইউনুস খান শূন্য রানে ব্যাট করছেন। প্রথম ইনিংসে গোল্ডেন ডাক পাওয়া ইউনুস দ্বিতীয় ইংসে ১৯ বল কেলেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। ৪৯০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সামি আসলামের সঙ্গে দলকে ভালো সূচনা এনে দেন আজহার। প্রান্ত বদল করে সামিকে ফিরিয়ে প্রথম আঘাত হানেন মিচেল স্টার্ক। থিতু হওয়া বাবর আজমকে বিদায় করেন নাতান লায়ন। দারুণ সব কাভার ড্রাইভ উপহার দেওয়া আজহার দিনের বাকি সময়টুকু

ইউনুসকে নিয়ে নিরাপদেই কাটিয়ে দেন। প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন গ্যাবায় দেখা মিলেছে তিন ইনিংসের। ৮ উইকেটে ৯৭ রান নিয়ে দিনের খেলা শুরু করে পাকিস্তান। ৪৫ রান যোগ করতে শেষ ২ উইকেট হারায় অতিথিরা। ৬৯ বলে দুটি চারে ২১ রান করা মোহাম্মদ আমিরকে বিদায় করে ৫৪ রানের নবম উইকেট জুটি বাহেন জ্যাকসন বার্ড। রান আউট হন ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান রাহাত আলি। সরফরাজ আহমদের অপরাজিত ৫৯ রানে প্রথম ইনিংস। তৃতীয় সেশনে ব্যাটিংয়ে না নেমে ৫ উইকেটে ২০২ রানের ইনিংস ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া। পাকিস্তানকে অলআউট করতে ২০৭ ওভার পেয়েছে স্বাগতিক বোলাররা। গ্যাবায় চতুর্থ ইনিংসে দেড়শর বেশি ওবার টেকেনি কোনো দল। জিততে বিশ্ব রেকর্ড গড়তে হবে পাকিস্তানকে, ড্রয়ের পথটাও ভীষণ কঠিন অতিথিদের জন্য।
সংক্ষিপ্ত স্কোরঃ অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ঃ ৪২৯ পাকিস্তান ১ম ইনিংসঃ (দ্বিতীয় দিন শেষে ৯৭/৮) ৫৫ ওবারে ১৪২ (সামি ২২, আজহার ৫, বাবর ১৯, ইউনুস ০, মিসবাহ ৪, শফিক ২, সরফরাজ ৫৯, ওয়াহাব ১, ইয়াসির ১, আমির ২১, দ্বস রাহাত ৪; স্টার্ক ৩/৬৩, হেইজেলউড ৩/২২, বার্ড ২/২৩, লায়ন ০/৩১) অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসঃ ৩০ ওভারে ২০২/৫ ইনিংস ঘোষণা (ওয়ার্নার ১২, রেনশ ৬, কাওয়াজা ৭৪, স্মিথ ৬৩, হ্যান্ডসকম ৩৫, ম্যাডিনসন ৪, ওয়েড ১; আমির ১/৩৭, রাহাত ২/৪০, ইয়াসির ১/৪৫, ওাহাব ১/৪৭, আজহার ০/২৭)।

## ছেলেখেলা করছেন স্টোকসকে নিয়ে অশ্বিন

**ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর।।** ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতে দুই দলের দুই ক্রিকেটারকে। একজন ভারতীয় দলের অদিনায়ক বিরাট কোহলি এবং অন্যজম ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। তাই ক্রিকেটপ্রেমীদের নজরও রয়েছে এঁদের দুজনের দিকেই। কিন্তু সবার অলক্ষেই প্রায় লড়াই একটা চলছে অন্য দুই ক্রিকেটারের মধ্যে। একজন অবশ্যই স্টোকস। এবং অন্যজন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চলতি সিরিজে অশ্বিনকে যেন খেলতেই পারছেন না বেন স্টোকস। ইতিমধ্যে সিরিজে পাঁচ-পাঁচবার স্টোকসকে আউট করে ফেলেছেন অশ্বিন। তাই স্টোসকের প্রকাশ্যে লড়াইটা বিরাট কোহলির সঙ্গে হলেও, পারফরম্যান্সে লড়াইটা স্টোকস বনাম অশ্বিনের মধ্যেই যেন। আর সেই লড়াইয়ে আপাতত প্রায় পাঁচ গোলে এগিয়ে রয়েছেন ভারতীয় স্পিনার অশ্বিন।

## নতুন চুক্তিতে ভীষণ খুশি সুয়ারেস

**ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর।।** আর্সেলোনার সঙ্গে নতুন চুক্তিতে ভীষণ খুশি লুইস ,সুয়ারেস।এখানে থেকে ক্যারিয়ার শেষ করার সম্ভাবনার কথাও জানালেন উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকার। নতুন চুক্তির বিষয়ে দুই পক্ষের সমঝোতায় পৌঁছানোর খবর বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেছিল বার্সেলোনা। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে সই করেন সুয়ারেস। চুক্তি অনুযায়ী ২০২১ সাল পর্যন্ত কাম্প নউয়ে থাকবেন উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকার। নতুন চুক্তিতে সুয়ারেসের বাই-আউট ক্লজ ২০ কোটি ইউরো। প্রিয় ক্লাবে আরও অনেক বছর থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার নিজের উচ্ছাবাসের কথা জানান সুয়ারেস। ক্লাবের ওয়েবসাইটে ২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার বলেন, যেখানে আমি থাকতে চাই সেখানে থাকতে পেরে আমি আনন্দে আত্মহারা। আমি খুব খুশি।
ক্লাব ও আমি, এই সিদ্ধান্তটা আমরা সবাই চেয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা দারুণ যে কোনো খেলোয়াড়ই ওই ক্লাবে তার ক্যারিয়ার শেষ করতে চাইবে যেকানে সে মুখে থাকে। দেখি (ভবিষ্যতে) কি হয়, তবে আমি কখনও আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা হারাব না। ২০১৪ সালে লিভারপুল থেকে আসার পর এ পর্যন্ত বার্সেলোনার হয়ে ৯৭টি গোল করেছেন সুয়ারেস, জিতেছেন মোট আটটি শিরোপা। গত মৌসুমে লা লিগায় সর্বোচ্চ ৪০ গোল করেন তিনি। বার্সেলোনার হয়ে দুটি করে লিগ ও কোপা দেল এর, একটি করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, স্প্যানিশ সুপার কাপ, ইউরোপয়িান সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জেতা সুয়ারেস চলতি মৌসুমেও ছন্দে আছেন। লা লিগায় এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০ গোল করেছেন তিনি।

## জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত

দীর্ঘ ১৫ বছর পর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছল ভারত। প্রথম থেকে এক গোলে পিছিয়ে থেকেও অবশেষে পেনাল্টি শুটআউটে ৪-২ গোলে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছল ভারতের হকি টিম। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ২-২। ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়ার হোবার্টে শেষবার জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। এবার খেলা ভারতেই। তাই অ্যাডভানটেজ ভারতের। রবিবার ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম। গত দুটি ম্যাচে টানা জিতেছে ভারত।
আজকের সেমিফাইনালেও জয়। তবে কোনও খেলাতেই স্বাভাবিক ছন্দে ছিল না ভারতীয় দল। রীতিমতো কষ্ট করেই জিততে হয়েছে তাদের। আজতের খেলায় প্রথমার্ধের ১৪ মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে ৪২ মিনিটে গুরজন্ত সিংয়ের গোলে সমতা ফেরে। ৪৮ মিনিটে ফের দলকে এগিয়ে দেন মনদীপ। ৫৭ মিনিটে গোল শোধ করে অস্ট্রেলিয়া। পেনালিচ শুটআউটে শুটআউটে পরপর দুটি শট রুখে দেন ভারতের গোলরক্ষক বিকাশ দাহিয়া। ম্যাচের নায়ক তিনি।

## মইনের শতকে ইংল্যান্ডের দিন

**ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর।।** মইন আলির পঞ্চম শতকে চেন্নাই টেস্টের প্রথম দিনটি ইংল্যান্ডের। জো রুট ও জনি বেয়ারস্টোর সঙ্গে এই অলরাউন্ডারের দুটি চমৎকার জুটিতে ভারতের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে বড় সংগ্রহের পথে রয়েছে অতিতিরা। এমএ চিদামবরাম স্টেডিয়ামে প্রথম দিনের কেলা শেষে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ৪ উইকেটে ২৮৪ রান। চলতি বছরে চতুর্থ শতক পাওা মইন ১২০ ও আরেক অলরাউনআর বেন স্টোকস ৫ রানে ব্যাট করছেন। সিরিজে এটি মইনের দ্বিতীয় শতক। ষষ্ঠ ইংলিশ ব্যাটসম্যান হিসেবে ভারতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে একাধিক শতক পেলেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান। তার ২২২ বলের ইনিংসটি গড়া ১২টি চারে। শুক্রবার টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়ে ইংল্যান্ড। সিরিজে প্রথমবারের মতো খেলতে নেমে কিটন জেনিংসকে পার্থিব প্যাটেলের ক্যাচে পরিণত করেন পেসার ইশান্ত শর্মা। সিরিজে পঞ্চমবারের মতো রবিন্দ্র জাদেজার শিকারে পরিণত হওয়ার আগে মাত্র ১০ রান করেন অ্যালেস্টার কুকু। এর আগেই অবশ্য দশম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১১ হাজার টেস্ট রানের মাইলফলকে পৌঁছান ইংল্যান্ডের অধিনায়ক। ২১ রানে দুই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যানকে হারানোর পর প্রতিরোধ গড়েন মইন-রুট। তাদের ১৪৬ রানের জুটিতে কাটে অস্বস্তি। স্বাগতিক স্পিনারদের দারুণভাবে সামাল দেন দুই ব্যাটসম্যান। ভারতের বিপক্ষে খেলা ১১ টেস্টের প্রতিটিতেই অর্ধশতক পাওয়া রুট পিরেন ১০টি চারে ৮৮ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলে। রিভিউ নিয়ে রুটকে ফেরানোর পর আরেকটি উইকেটের জন্য লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হয় ভারতকে। চতুর্থ উইকেটে বেয়ারস্টোর সঙ্গে ৮৬ রানের আরেকটি ভালো জুটিতে ইংল্যান্ডকে আরও দৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করান মইন। অর্ধশতকের পথে থাকা বেয়ারস্টো ফিরেন বাজে এক শটে। তিনটি ছক্কায় এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান করেন ৪৯ রান। বাকি সময়টুকু নিরাপদেই কাটিয়ে দেন মইন-স্টোকস। বিপিএলে কেলে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে আসা স্পিনার লিয়াম ডসনের অভিষেক হয়েছে সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টে। প্রথম দিন ব্যাটিংয়ের সুযোগ মেলেনি তার। দ্বিতীয় দিন ব্যাটে-বলে দুটোতেই ভূমিকা রাখতে হতে পারে তাকে। প্রথম দিন অফ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও লেগ স্পিনার অমিত মিশ্র ছিলেন উইকেটশূন্য। বাড়তি বাউন্স-গতির জন্য ৭৩ রানে ৩টি উইকেট মিলেছে জাদেজার। সংক্ষিপ্ত স্কোরঃ ইংল্যান্ড ১মইনিংসঃ ৯০ওভারে ২৮৪/৪ (কুক ১০, জেনিংস ১, রুট ৮৮, মইন ১২০, বেয়ারস্টো ৪৯, স্টোকস ৫; যাদ ০/৪৪, ইশান্ত ১/২৫, জাদজো ৩/৭৩, অশ্বিন ০/৭৬, মিশ্র ০/৫২, নায়ার ০/৪)

## বিবিসি ত্রয়ীর প্রতি শ্রদ্ধা নেইমারের

**ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর।।** এমএসএন নাকি বিবিসি-সেরার প্রশ্নে কোনো ত্রীয়কেই বেচে নিতে পারলেন না বার্সেলোনার তারকা ফুটবলার নেইমার। বার্সেলোনার আক্রমণত্রয়ীর অন্যতম সদস্য ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ডের কাছে চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের ক্রস্তিয়ানো রোনালদো, গ্যারেথ বলে, করিম বেনজেমা শ্রদ্ধা পাওয়ার দাবিদার। সিএনএনকে নেইমার জানান, দুই ত্রয়ীর কোনটি সেরা তা বেছে নিতে পারছেন না তিনি। তারা তারকা ফুটবলার, যাদের সবাই শ্রদ্ধা করে। ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো চারবার ব্যালন ডিঅর জিতেছে এবং বেলখুব ভালো মৌসুম কাটাচ্ছে। এবনজেমা একজন দুর্দান্ত স্ট্রাইকার যাকে আমি সুপারস্টার মনে করি। এটা ভালো একটা লড়াই, একটি স্বাস্থ্যকর লড়াই যা আমাদের ক্লাসিকোতে হয়। আমি বলবো না যে কোনটা সেরা ত্রয়ী করাণ আমি এভাবে বলতে পছন্দ করি না। আমি কখনই বলতে চাইনা যে আমি অন্য কারও চেয়ে ভালো। তবে এই ত্রয়ী (বার্সেলোনার এমএসএন) ইতিহাস গড়েছে এবং গড়ে যাবে। রিয়াল মাদ্রিদ থেকে কাউকে বার্সেলোনায় নিতে হলে কাকে বাছবেন এই প্রশ্নে ব্রাজিল জাতীয় দলের সতীর্থের কথাই বললেন নেইমার। আমি মার্সেলোকে বেছে নিতাম। কারণ, সে আমার বন্ধু। ক্রিস্তিয়ানোকেও না? না আমি মার্সেলোকেই নিতাম।


No.F.3(22)/DUZ/2013-14/779 Dated :15/12/2016

**NOTICE INVITING QUOTATION**

Sealed quotations which was invited on behalf of the Governor of Tripura from requted firm, agency, suppliers, Co-operative societies & other quthorized dealers, in prescribed format for supply of the following items under Unakoti district during the Financial year 2016-17 under Border Area Development Projects vide No.F.3(22)/DUZ/2013-14/710-25 Dated:01/12/2016 has been extended upto 31/12/2016 for better participation.
The items are as below:

| Sl.No. | Name of Items |
|---|---|
| 1. | Iron structured elassroom Joint Bench with 25 mm laminated board top. |
| 2. | Iron Structured Long Bench (Dining Table) with Laminated Board |
| 3. | Iron Structured Long Bench (Sitting Bench) with Laminated Board |
| 4. | Iron Structured Class Room Chair with laminated board Top. |
| 5. | Iron Structured students' students Study Table with laminated board Top. |
| 6. | Iron Structured Class room Teacher's table with laminated board top. |
| 7. | Iron Cot with mosquito stand (single) for ST/SC boarding house |
| 8. | Godrej Interio Almira (Big Size) for Boarding house |
| 9. | Aluminium utensild-Deck, Korai, Etc. For Mid Day Meal Schemes. |

The Tender documents, model specifications, drwwings, Quottion forms, terms and conditions for the supply will be available on payment of Rs.100/- (Fees) in the office room of Senior Deputy Magistrate, O/O, District Magistrate 7 Collector, unakoti District in all working days during office hours upto 31/12/2016, (4:00 PM). The interested person/s may drop his quotations in the Drop Box located in the office chamber of the Senor Deputy magistrate, unakoti along with all requisite papers as per Terms and conditions on or before 31st December 2016 upto 4:99PM The Tender box will be opened on the same day, i.e. 31st December 2016:4:00 PM in presence of all interested quotationers, if possible.

The details of the tender is also available in the website **www.unakoti.nic.in, www.tripura.gov.in, https://tripuratenders.gov.in/**

Sd/-
(P.R. Bhattacharjee, IAS)
District Magistrte & Collector

ICA-C/1783/16

# খোয়াইয়ে জলা ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলার সূচনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই , ১৭ ডিসেম্বর।।** খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শনিবার থেকে শুরু হল তিন দিনব্যাপী খোয়াই জেলা বিজ্ঞান মেলা ২০১৬। শনিবার এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান মেলার সূচনা করেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতি যথাক্রমে সাইনি সরকার এবং বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য, খোয়াই পুর পরিষদের এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান কঙ্কন পুরকায়স্থ, মহকুমা শাসক প্রসূন দে, জেলা শিক্ষা আধিকারিক কৃষ্ণধন দেববর্মা, খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যাণয়ের প্রধান শিক্ষক তথা জেলা বিজ্ঞান মেলা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক প্রদীপ দাস প্রমুখরা। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র- ছাত্রী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। এবছর বিজ্ঞান মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'সায়েন্স, টেকনলজি এন্ড মেথমেটিক্স ফর ন্যাশন বিল্ডিং'। এবছর জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে মোট ৫২টি মডেল এসেছে। ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯শে ডিসেম্বর, এই তিন দিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন খোয়াই পুর পরিষদের এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তথা অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কঙ্কন পুরকায়স্থ। তিনি বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে হলেও যেহেতু প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষক রয়েছেন সুতরাং আরও বিজ্ঞান বিষয়ক মডেল তিনি আশা করেছিলেন। এসবি স্কুলগুলিকে বাদ দিলেও ৯২টি স্কুল থেকে ৮০টি মডেল আসার কথা ছিল। আগ্রহ, ঐকান্তিকতা এবং প্রবল মনের ইচ্ছা যদি থাকত তবে মডেলের সংখ্যা আরও বাড়ত বলেই মত প্রকাশ করেন তিনি। সেই সাথে কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অগ্রগনি ভূমিকা গ্রহণ করার আবেদন জানান কঙ্কন পুরকায়স্থ। সেই সাথে নীল জলের বোতল ঝুলানোর বিষয়টি নিয়েও সরব হন তিনি। বর্তমানে গুজব রয়েছে নীল জলের বোতল গেইটে এই নীল জলের বোতন টাঙানো আছে তাদের বাড়িতে ঢুকলে দেখা যাবে ইন্টারনেট সহ জিও মোবাইল সবই রয়েছে। বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক যুগের সমস্ত ঘরে থাকা সত্ত্বেও তারা কুসংস্কারের বশবর্তী হচ্ছেন, গুজবে কান দিচ্ছেন। অপরদিকে মহকুমা শাসক প্রসূন দে বলেন, একসময় মহকুমা ভিত্তিক নয়, রাজ্য ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলা হতো। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে এখন বিজ্ঞান মেলাকে প্রত্যেকটা জেলাতে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ভারতের সংবিধানে ৫১ (এ) অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে দাবি রাখে যে দেশের প্রত্যেকটা জনগন এই রকম আচরন করবে যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হবে। এইরকম আচরন করবে যার মাধ্যমে নাকি অন্য কাউকেও বিজ্ঞান মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে দেওয়া যায়। কিন্তু তারপরও কলকাতা থেকে আগরতলা এবং এখন খোয়াইতেও গুজব ও কুসংস্কারে ভরা নীল জলের বোতল ঝুলানোর হিড়িক পড়তে দেখা যাচ্ছে তাদের বাড়িতে যাদের হাতে হাতে স্মার্ট ফোন শোভা পায় এবং ইন্টারন্যাট সার্ফ অনবরত করেন তারা। এর কারণ হিসাবে বিজ্ঞান পড়ার পাশাপাশি তার মৌলিক উপপাদ্যটাকে আয়ত্ত না করাকেই দায়ি করেন মহকুমা শাসক প্রসূন দে। এরপর বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত উনার আলোচনাক্রমে বিজ্ঞান মডেল নিয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, কুসংস্কার শত শত বছর আগেও ছিল, তখন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষও ছিলেন। তিনি এরিস্টটল এর সময়কার কথা তুলে ধরে সে যুগে উনার বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তা-চেতনা যে উপেক্ষিত হয়েছিল তা তিনি তুলে ধরেন। সে সময় কেউ বিশ্বাস করেনি পৃথিবী গোল। কিন্তু আজ আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবী গোল। কারন বিজ্ঞান প্রমান করেছে, এটা প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবী গোল। সেই সাথে কুসংস্কার নিয়ে পূর্ববর্তী বক্তাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, শুধু কুসংস্কার বললেই চলবে না, তা প্রমানিত করে দেখাতে হবে যে সেটা কুসংস্কার। শুধু বললেই চলবে না এটাতে দেহের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি।

প্রমান - **ছয়ের পাতায় দেখুন**

# বাগানবাজারে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ ডিসেম্বর।।** খোয়াই জেলা ভিত্তিক ২০১৬ যুব উৎসবের সূচনা বাগান বাজারে। বাগান বাজার এলাকার দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে যুব উৎসবের উপলক্ষ্যে। শনিবার কল্যানপুর ব্লক এলাকার দ্বারিকাপুর গাওসভার বাগান বাজার বাজার মাঠে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে যুব উৎসবের সূচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস। দায়রা উরান খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনি সরকার। যুব উৎসবের সূচনা পর স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস, খোয়াই জেলা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য প্রনব চক্রবর্তী, এডিএম হীরেন্দ্র দেববর্মা, উপস্থিত ছিলেন কল্যানপুর ব্লক চেয়ারম্যান শুনিল মুন্ডা, জেলা পরিষধের সদস্য শংকর দাস, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সদস্য উত্তম সরকার। খোয়াই জেলার প্রত্যেকটি ব্লক খোয়াই যুব উৎসবে শিল্পি বৃন্দরা প্রতিযোগিতা অংশ নেন। নৃত্য, সংগীত সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। যুব উৎসবে আলোচনা রাখেন মনীন্দ্র দাস, সাইনি সরকার, হীরেন্দ্র দেববর্মা ব্লক স্থর শেষে জেলা ভিত্তিক আজ তারপরই রাজ্য ভিত্তিক ২১-২২ ডিসেম্বরঃ বিলোনীয়া হবে যুব উৎসব। উদ্বোধন মনীন্দ্র দাস আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন, ১৯৯৪ সালে শুরু হয়েছিল জাতীয় যুব উৎসবে অংশ গ্রহন করবে রাজ্যের যুব -যুবতিরা। যুব সমাজ এগিয়ে যেতে সকল সুরের মানুষকে সচেতন হওয়ার আখান রাখে।

# নিগমের মেয়রকে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।।** কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শনিবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের কাছে পাঁচ দফা দাবীতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। দাবীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পুর নিগমের এলাকার রাস্তায় দুই বেলা জল স্প্রে করা, সর্বত্র পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট সংস্কার করা প্রভৃতি। মেয়র দাবীগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

# পাকিস্তানি জার্সি পরার অভিযোগে হাইলাকান্দিতে গ্রেফতার কলেজ ছাত্র

**হাইলাকান্দি , ১৭ ডিসেম্বর (হিঃ সঃ)।।** পাকিস্তানের জার্সি পরার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে রিপন লস্কর নামের হাইলাকান্দি কলেজের এক ছাত্র। আশ শনিবার সকালে শহরের আট নম্বর ওয়ার্ডে তার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন হাইলাকান্দি সদর থানার ওসি সুরজিত চৌধুরী। ওসি জানান, গত ১০ তারিখ স্থানীয় জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ) ময়দানে স্থানীয়দের এক নৈশ ক্রিকেট খেলা দেখতে দর্শকাসনে পাকিস্তানের জার্সি পরে বসেছিল রিপন। পাকিস্তানের জার্সি পরার অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে হাইলাকান্দি ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার জেলা কমিটি এক অভিযোগনামা দাখিল করে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই আজ তাকে গ্রেফতার করে হাইলাকান্দি পুলিশ।

# কোকরাঝাড়ে আটক চার কেএলও সদস্য

**কোকরাঝাড়, ১৭ ডিসেম্বর (হিঃ সঃ)।।** সেনা পুলিশের অভিযানে কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও) এর চার দুর্ধর্ষ ক্যাডার আটক হয়েছে। আজ ভোরে কোকরাঝাড় জেলার শালাকাটিতে হানা দিয়ে কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ এদের আটক করেছে যৌথবাহিনী। ধৃত জঙ্গিদের বিশ্বজিৎ রায় ওরফে বিশু(২০), গণক রায় (২০), ফণীন্দ্র সরকার ওরফে ফুলেন (১৯) এবং পুলু রায় (২০) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে একটি দেশি রাইফেল ও দুটি ৭.৬২ এমএম পিস্তলের সক্রিয় কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতার চার কেএলও সদস্যের বিরুদ্ধে কোকরাঝাড় থানায় মামলা রুজু করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে পুলিশ।

# গাবর্দিতে উপজাতি যুব ফেডারেশন সমাবেশ

শনিবার গাবর্দিতে অনুষ্ঠিত উপজাতি যুব ফেডারেশনের সমাবেশ। নিজস্ব ছবি।

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ডিসেম্বর।।** শনিবার বিকালে গাবর্দি বাজার সংলগ্ন মোটর স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় উপজাতি যুব ফেডারেশনের এক প্রকাশ্য সমাবেশ। জম্পুইজলা বিভাগীয় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এই প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উপজাতি যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তথা রাজেন্দ্র রিয়াং, বিভাগীয় সভাপতি রাজাসিং জমাতিয়া, জম্পুইজলা সিপিআইএম মহকুমা সম্পাদক তথ্য রমেন্দ্র দেববর্মা এবং প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান সন্তোষ দেববর্মা এবং গনমুক্তি পরিষদের নেতা নিরঞ্জন দেববর্মা ও অন্যান্য নেতৃত্বগন। বক্তা উপজাতি যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অসামাজিক কাজে পরিচালনা করছে এবং তাদের বিপথে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই অপকৌশল রুখে দেবেন বলে জানান রাজেন্দ্র রিয়াং। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

# ট্রেনের ধাক্কায় অসমে ফের তিন বুনোহাতির মৃত্যু, চালকের বিরুদ্ধে মামলা করবে সরকার

**নগাঁও/গুয়াহাটি, ১৭ ডিসেম্বর (হিঃসঃ)।।** চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় অসমে ফের তিন-তিনটি বুনোহাতির মৃত্যু হয়েছে। নগাঁও জেলার কামপুর-যমুনামুখ রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকার পটিয়াপামে শনিবার ভোরে এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় সকালের দিকে ওই রুটে রাজধানী এক্সপ্রেস সহ প্রায় দু-ঘন্টা বেশ কয়েকটি ট্রেন আটকে পড়ে। পরে অবশ্য লাইন পরিস্কার করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। রাজ্যে ফের একইভাবে ট্রেনের ধাক্কায় তিনটি বুনোহাতির করুণ মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন বনমন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম। আজকের ঘটনায় মর্মবেদনা ব্যক্ত করে রেল বিভাগের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ ঝেড়েছেন তিনি। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ সকালে ওই রুটে যাতায়াতাকারী দ্রুতবেগী ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই দুটি বুনোহাতির মৃত্যুর পাশাপাশি আরেকটি হাতি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে মারা যান। চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় উপর্যুপরি এ ধরনের ঘটনায় প্রকৃতিপ্রেমী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আজকের ঘটনার পর গুয়াহাটিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে এ ঘটনার জন্য তিনি ব্যথিত, মর্মাহত বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম। এর দায়ও তিনি নিজের ওপর নিয়েছেন বলে জানিয়ে এজন্য সোজাসুজি রেল বিভাগকে দোষারোপ করেন ব্রহ্ম। ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এর আগে সংঘটিত ঘটনাবলির পর বুনোহাতির করিডোর হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলিতে রেল বিভাগকে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সেই হিসেবে হাতি করিডোরে স্পিড গান এর নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য বনবিভাগ। তাছাড়া ওই এলাকায় ঘন্টায় ১৫ কিলোমিলাটর বেগে ট্রেন চালানোর কথাও বলা হয়েছিল। বন্যপ্রাণী সুরক্ষার খাতিরেই সম্পূর্ণ বিধি মেনে ওইসব নির্দেশাবলি রেলবিভাগকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে সব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছ থেকে কোনওধরনের সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে ক্ষোভ উগরে দেন বনমন্ত্রী। মন্ত্রী জানান, আজকের ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নগাঁওয়ের জেলাশাসক তদন্ত করবেন। তদন্তে দোষী ট্রেন চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। কেবল তাই নয়, দোষী বন আধিকারিকের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রমিলারানি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পাদ্দের, গত ৫ ডিসেম্বর রাতে একই রুটে হোজাই এলাকার রেলওয়ে ট্র্যাকে বিবেক এক্সপ্রেসের ধাক্কায় এক গর্ভবতী সহ তিন হাতির করুণ মৃত্যু হয়েছিল। এদিকে বুনোহাতির পাশাপাশি অন্যান্য বন্যজন্তুর ঘন ঘন মৃত্যুতে খেদ প্রকাশ করে বনমন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম জনানা, রাজ্যে হাতি মানুষের সংঘাত দূর করতে বেঙ্গালুরুর ধাঁচে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে রেল দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন এনজিও সহায়তাও তিনি নেবেন। জানান, রাজ্যের হাতি করিডোর হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় ট্রেনের গতি ঘন্টায় ১৫ কিলোমিটার করার নির্দেশ দিয়েছিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এই নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলেই রেলে ধাক্কায় মৃত্যু হচ্ছে বলে মনে করেন মন্ত্রী। তাছাড়া, রেলওয়ে ট্র্যাকে থার্মাল সেন্সর সংস্থাপন করার কথাও খোলসা করেছেন তিনি।

# জম্পুইজলায় বিজ্ঞান মেলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ডিসেম্বর।।** জম্পুইজলার সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শনিবার দুপুরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান মেলার শুভ সূচনা করেন বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা ব্লক চেয়ারম্যান সন্তোষ দেববর্মা। জেলা শিক্ষা আধিকারিক গৌর গোপাল দাস এবং জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শম্ভু দেববর্মা। বিজ্ঞান মেলায় মহকুমার তিনটি বিদ্যালয় থেকে বাইশটি মডেল ছাত্রছাত্রীরা নিয়ে আসে। নিরঞ্জন দেববর্মা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন উপজাতি সমাজে কুসংস্কার খুব বেশি। এই কুসংস্কার থেকে দূরে সরে বিজ্ঞান বিষয়ক বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। শ্রীদেববর্মা আগে বলেন ছাত্রছাত্রী তথা যুবক যুবতীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান করেন। জম্পুইজলায় এই বিজ্ঞান মেলা থেকে দশটি মডেল রাজ্যস্তরের বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই মেলা চলবে তিনদিন। মেলার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও চলবে বলে জানা গেছে।

# করিমগঞ্জের ভারত-বাংলা সীমান্ত পরিদর্শন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় গৃহসচিবের

**করিমগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর (হিঃসঃ)।।** করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পরিদর্শন করে গেছেন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় গৃসচিব মধুকর গুপ্তা। শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর একটি কপ্টারে চড়ে এখানে আসেন গুপ্তা। হেলিপ্যাডে তাঁকে অসমিয়া গামোছা দিয়ে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় শহর সংলগ্ন স্টিমারঘাট বর্ডার আউটপোস্টে। এরপর স্পিড বোটে করে বিস্তৃত কুশিয়ারা নদী সীমান্ত পরিদর্শন করেন তিনি। স্পিড বোটেই তিনি আসেন ভাঙ্গা এলাকার মোবারকপুর বর্ডার আউটপোস্টে। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন তিন তিন কিলোমিটার দীর্ঘ উন্মুক্ত সীমাও দেখেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় গৃহসচিব। বেশ কয়েকবার এই সীমান্তে কাঁটাতারের -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

# ব্যাঙ্ক ভাঙচুর, ধৃত দশম শ্রেণীর ছাত্র

**করিমগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর (হিঃসঃ)।।** দক্ষিণ অসম তথা বরাক উপত্যকার কমিরগঞ্জে ব্যাঙ্ক ভাঙচুরের দায়ে দশম শ্রেণীর ছাত্র সাহিদ আহমেদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের বারইগ্রাম শাখায়। এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত তার আরও কয়েকটি সহযোগি ফেরার। জানা গেছে, শুক্রবার সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে নাকি টাকা তুলতে গিয়েছিল বারইগ্রাম হারায় সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র সাহিন আহমেদ। কিন্তু উইথড্রয়াল ফর্মে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সঙ্গে ব্যাঙ্কের মূল বইয়ের স্বাক্ষরে অমিল থাকায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাকে টাকা আদায় -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।